Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতা ও সন্তান পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমীন আক্তার

রোলঃ 2310100120494

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতা ও সন্তান পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমীন আক্তার

রোলঃ 2310100120494

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পিতা-মাতা ও সন্তান পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শারমীন আক্তার, আইডিঃ 2310100120494 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা-মাতা ও সন্তান পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

শারমিন আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

শারমীন আক্তার

আইডিঃ 2310100120494

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

নিয়ামতের কদর করা 7

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য 9

মায়ের মর্যাদা— 11

বাবার মর্যাদা—- 12

জীবিত অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয় 13

পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ 16

পিতামাতার সেবায় কতিপয় উদাহরণ - 19

পিতা-মাতার সেবায় বয়স ও রিযিক বৃদ্ধি পায় : 21

অমুসলিম পিতা-মাতার হেদায়াতের জন্য দো'আ : 22

পিতা-মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলায় জান্নাত লাভ : 24

পিতা-মাতার সেবায় দুনিয়ায় বিপদমুক্তি : 24

আপনার কৃতকর্মের যতটুকু প্রাপ্য ঠিক ততটুকুই আপনি পাবেন 25

সন্তানের প্রার্থনার কারণে পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় 27

যেভাবে মা-বাবার হৃদয় জয় করবেন 30

পিতা-মাতার প্রতি অবহেলার পরিনতি— 36

মৃত্যুর পর পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য– 37

সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব-কর্তব্য- 39

সন্তানের প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত থাকতে হবে— 40

পিতা-মাতার যেসব আদেশ মানা যাবে না----- 42

সন্তানের প্রতি অবহেলার পরিণতি----- 43

সন্তান আল্লহর দেওয়া আমানত— 44

সন্তানের মৃত্যু পিতামাতার জন্য পরীক্ষাসরূপ- 45

সন্তান পিতামাতার জন্য পরীক্ষাসরুপ—-..47
সন্তানকে নেককার বানানো 47
সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যের ফজিলত 48
সন্তানের মৃত্যুর পর করণীয়—...49
সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণের এক অবিস্মরণীয় উদাহরণ —...50
সন্তান হিসেবে আমাদের করণীয়– 53
পিতামাতা হিসেবে আমাদের করণীয় —- 54
বর্জনীয় বিষয়সমূহ—- 56
নিজেকে পরিবর্তন করা—মা-বাবার সেবা করার মাধ্যমে- 58
পিতা-মাতার কাছে মাফ চাওয়া...59
কেন পিতা-মাতার কাছে মাফ চাওয়া জরুরি?..59
পিতামাতার কাছে দুআ চাওয়া 60
পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক যেমন হওয়া উচিত...61
উপসংহার 62

ভূমিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার যিনি সন্তানদের পিতামাতার এবং পিতামাতাকে সন্তানের নিয়ামত দান করে আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন। শত কোটি দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবাগণদের ওপর।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা
কুরআন কারীমে বলেন---

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَـٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

" আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই

সূরা লুকমান,আয়াত১৪

পিতা-মাতা,সন্তানাদির উভয়ের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। সেগুলো পালনের মধ্যে আল্লহর সন্তুষ্টি এবং সফলতা নিহিত। আমাদের সেই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে।

নিয়ামতের কদর করা

পিতা-মাতা-সন্তান এগুলোর মতো নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ আমাদের
জীবনে শান্তিময় করেছেন। তাই সর্বপ্রথম আমাদের উচিত আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করা। সাধ্যের সবটুকু দিয়ে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা। যদি নিয়ামতের কদর না করা হয়,তাহলে আল্লাহ নিয়ামত উঠিয়ে নেন,বিভিন্ন
আজাব দেন। তখন আফসোস করা ছাড়া আর কিছু বাকি থাকে না। এজন্য উপলব্ধি করে আমাদের এইসব নিয়ামতের কদর করতে হবে ইনশা আল্লাহ!

আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেন,

وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

এবং সেই সময়টাও স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন, তোমরা সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আমি তোমাদেরকে আরও বেশি দেব, আর যদি অকৃতজ্ঞতা কর, তবে জেনে রেখ আমার শাস্তি অতি কঠিন

-সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ৭

মানবজীবনে পিতামাতা এমন এক নিয়ামত, যাদের ঋণ কোনোভাবেই শোধ করা সম্ভব নয়। একজন সন্তান জন্ম নেওয়ার পর থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে পিতামাতার অবদান অপরিসীম। তাই ইসলামে এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্তব্য।

১. সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন
পিতামাতার প্রতি প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো তাদের সম্মান করা। তাদের সাথে সবসময় ভদ্রভাবে কথা বলা, তাদের সামনে উচ্চস্বরে কথা না বলা এবং কোনো অবস্থাতেই অসম্মানজনক আচরণ না করা উচিত। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, তাদের সামনে "উফ" শব্দটিও বলা যাবে না। এটি বোঝায়, তাদের প্রতি আচরণে সর্বোচ্চ বিনয় ও শ্রদ্ধা বজায় রাখতে হবে।

২. আনুগত্য করা
পিতামাতার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা সন্তানের অন্যতম দায়িত্ব। তবে যদি কোনো বিষয়ে তারা অন্যায় বা ধর্মবিরোধী কিছু করতে বলেন, তাহলে তা না মেনে বিনয়ের সাথে তাদের বোঝানো উচিত। সাধারণ জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে তাদের নির্দেশনা মেনে চলা সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

৩. সেবা ও যত্ন নেওয়া
পিতামাতার বয়স বাড়ার সাথে সাথে তারা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। তখন তাদের যত্ন নেওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, তাদের প্রয়োজনগুলো পূরণ করা সন্তানের দায়িত্ব। যেমন—খাবার, ওষুধ, বিশ্রাম, নিরাপত্তা ইত্যাদি নিশ্চিত করা। বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে তাদের পাশে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪. ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন
পিতামাতার প্রতি ভালোবাসা শুধু কথায় নয়, কাজে প্রকাশ করতে হয়। তাদের সাথে সময় কাটানো, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, তাদের খুশি রাখার চেষ্টা করা—এসবই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। অনেক সময় তারা শুধু সন্তানের সান্নিধ্যই চান, যা তাদের মানসিক শান্তি দেয়।

৫. দোয়া করা
পিতামাতার জন্য দোয়া করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ক্ষমা, রহমত ও সুস্বাস্থ্য কামনা করা উচিত। কুরআনের একটি দোয়া হলো:
"হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।"
এই দোয়া নিয়মিত পড়া সন্তানের কর্তব্যের একটি অংশ।

৬. আর্থিক সহায়তা প্রদান
যদি পিতামাতা আর্থিকভাবে দুর্বল হন, তাহলে তাদের খরচ বহন করা সন্তানের দায়িত্ব। তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ, খাবার, বাসস্থান ইত্যাদি নিশ্চিত করা উচিত। এটি শুধু দায়িত্ব নয়, বরং একটি মহান ইবাদত।

৭. কষ্ট না দেওয়া
পিতামাতাকে কোনোভাবে কষ্ট দেওয়া বা তাদের মনে আঘাত করা বড় গুনাহ। কথাবার্তা, আচরণ কিংবা অবহেলার মাধ্যমে তাদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। তাদের মন ভেঙে দেওয়া বা অবজ্ঞা করা সন্তানের জন্য মারাত্মক ভুল।

৮. তাদের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেওয়া
পিতামাতার অভিজ্ঞতা জীবনের অনেক ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়। তাই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাদের মতামত নেওয়া উচিত এবং তাদের কথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত।

৯. মৃত্যুর পর দায়িত্ব
পিতামাতা মৃত্যুবরণ করার পরও সন্তানের দায়িত্ব শেষ হয় না। তাদের জন্য দোয়া করা, সদকা করা, তাদের ঋণ পরিশোধ করা এবং তাদের রেখে যাওয়া ভালো কাজগুলো চালিয়ে যাওয়া সন্তানের দায়িত্বের অংশ।

১০. সমাজে তাদের সম্মান রক্ষা করা
সন্তানের আচরণের মাধ্যমে পিতামাতার পরিচয় প্রকাশ পায়। তাই এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়, যা সমাজে তাদের সম্মান ক্ষুণ্ণ করে। বরং ভালো কাজের মাধ্যমে তাদের গর্বিত করা উচিত।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো তাদের প্রতি **সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সদ্ব্যবহার** করা । ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার অধিকার সবচেয়ে বেশি। বৃদ্ধ বয়সে সেবা করা, নম্র আচরণ করা এবং বৈধ কাজে তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব । তাদের খুশিতে আল্লাহর খুশি এবং অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত।

প্রথমত পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা, তাদের সামনে উঁচু স্বরে কথা না বলা, এবং তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা।

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ۞
وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا

আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।

সূরা ইসরা, আয়াত-২৩

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মা এতো মর্যাদাবান যে, তাঁর পদতলে সন্তানের জান্নাত রয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে,
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ :هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ ؟ .قَالَ نَعَمْ .قَالَ : فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا -

মু'আবিয়াহ বিন জাহেমাহ আস-সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জাহেমাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার সাথে পরামর্শ করার জন্য এসেছি। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি মা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তুমি তাঁর নিকটে থাক। কেননা জান্নাত তাঁর পায়ের নিচে'। কোন বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا 'তুমি তাদের নিকটে থাক। কেননা জান্নাত রয়েছে তাদের পায়ের নিচে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাহেমাহ আস-সুলামী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে দু'বার এসে বলেন, আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ارْجِعْ فَبِرَّهَا 'ফিরে

যাও। তার সাথে সদাচরণ কর’। অবশেষে তৃতীয় বার সম্মুখদিক থেকে এসে একই আবেদন করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ ‘তোমার ধ্বংস হোক! তার পায়ের কাছে থাক। সেখানেই জান্নাত রয়েছে’।

৬. নাসাঈ হা/৩১০৪; মিশকাত হা/৪৯৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৫।

মায়ের মর্যাদা—

ইসলামে মা-বাবার, বিশেষ করে মায়ের মর্যাদা সর্বোচ্চ। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার উত্তম ব্যবহারের সবচেয়ে বেশি অধিকারী কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" ব্যক্তিটি বললেন, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" তিনি বললেন, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" তিনি বললেন, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার বাবা" [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

পাপ মোচনে মায়ের সেবা :

মায়ের খেদমত পাপ মোচনে সহায়ক। এজন্য কোন ব্যক্তি পাপ করলে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম তাদের মায়ের খেদমত করার পরামর্শ দিতেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

،عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ :إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي :فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ :أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ قَالَ :لَا، قَالَ تُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ .فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ :لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ فَقَالَ :إِنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ -

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। সে আমাকে বিবাহ করতে অস্বীকার

করল। অপর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিবাহ করতে পছন্দ করল। এতে আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগলে আমি তাকে হত্যা করি। আমার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? তিনি বলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বলেন, তুমি মহামহিম আল্লাহ্র নিকট তওবা কর এবং যথাসাধ্য তার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো। (আতা' রহঃ বলেন) আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার মা জীবিত আছে কি-না তা আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন? তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচরণের চেয়ে উত্তম কোন কাজ আমার জানা নেই'।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন,

،أَلَكَ وَالِدَانِ حَيَّانِ أَوْ أَحَدُهُمَا؟ قَالَ :لَا، قَالَ :تَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ بَعْدَ مَا خَرَجَ، فَقَالَ :لَوْ كَانَ حَيَّيْنِ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا رَجَوْتُ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَطَّ لِلذُّنُوْبِ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ -

'তোমার পিতা-মাতা বা তাদের একজন কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বললেন, যথাসাধ্য আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো। লোকটি বের হয়ে যাওয়ার পর আমরা তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তার পিতা-মাতা বা তাদের একজন যদি জীবিত থাকত তাহ'লে তার জন্য আশা করতাম। কারণ পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ অপেক্ষা গুনাহ মোচনকারী আর কিছুই নেই'।

বাবার মর্যাদা—-

নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বাবা হলেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। এখন তুমি চাইলে সেই দরজা রক্ষা করতে পারো অথবা তা নষ্ট করে ফেলতে পারো" (তিরমিজি)।

নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

“পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত।"
(তিরমিজি)

জীবিত অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয়

পিতা-মাতার আনুগত্য করা :

পিতা-মাতা সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বড় নে’মত। তারা সর্বদা সন্তানের কল্যাণের কথা চিন্তা করেন। অনেক সময় পিতা-মাতার মতের সাথে সন্তানের মতের অমিল হতে পারে। এমত পরিস্থিতিতে সন্তানের জন্য আবশ্যক হ’ল পিতা-মাতার আনুগত্য করা। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“ইবাদত কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে, পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-অহঙ্কারীকে’। “

- সূরা নিসা,আয়াত-৩৬

তিনি আরও বলেন,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

আর যখন আমরা বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারু দাসত্ব করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে উত্তম কথা বলবে

- সূরা বাকারাহ-আয়াত ৮৩

আল্লাহ আরও বলেন,

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

তুমি বল, এস আমি তোমাদেরকে ঐ বিষয়গুলো পাঠ করে শুনাই যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর তা হ'ল এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমরাই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি'।

- সূরা আনআম,আয়াত১৫১

অন্যত্র আল্লাহ নিজের অবদানের পাশাপাশি মায়ের অবদান সন্তানদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর'

-সূরা নাহল-আয়াত৭৮

পবিত্র কুরআনে পিতা-মাতার হক সমূহকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে বান্দা তার জীবদ্দশায় সতর্কতা বজায় রেখে একনিষ্ঠভাবে পিতা-মাতার ন্যায়সঙ্গত অধিকার পূর্ণ করতে সক্ষম হয়। পিতা-মাতাকেও তাদের গর্ভধারণকালীন কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে পিতা-মাতা সন্তানকে কোন সময় আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করতে না বলে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

‘তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজন মাত্র ব্যক্তি (আদম) থেকে। অতঃপর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রী (হাওয়)-কে। যাতে সে তার নিকটে প্রশান্তি লাভ করে। অতঃপর যখন সে তাকে আবৃত করে, তখন সে হালকা গর্ভধারণ করে। আর এটা নিয়েই সে চলাফেরা করে। অতঃপর যখন তা ভারী হয়, তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তাদের প্রতিপালককে ডাকে, যদি তুমি আমাদেরকে সুস্থান দাও, তাহ’লে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে সুঠামদেহী সন্তান দান করেন, তখন তারা আল্লাহর এই দানে তার সঙ্গে অন্যকে শরীক নির্ধারণ করে। অথচ তারা যেসব বিষয়কে শরীক সাব্যস্ত করে, আল্লাহ তাদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তারা কি এমন বিষয়কে শরীক নির্ধারণ করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট’ (সূরা আরাফ ১৮৯ -১৯১)

অন্য একটি আছারে বর্ণিত হয়েছে, যুরাহ বিন আওফা হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ :إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ الرُّومَ، وَإِنَّ أَبَوَيَّ يَمْنَعَانِي قَالَ :أَطِعْ أَبَوَيْكَ، فَإِنَّ الرُّومَ سَتَجِدُ مَنْ يَغْزُوهَا غَيْرَكَ-

‘জনৈক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে চাই। অথচ আমার পিতা-মাতা আমাকে বাধা দেন। তিনি বললেন, পিতা-মাতার আনুগত্য কর এবং অপেক্ষা কর। কেননা খুব শীঘ্রই রোমকরা তুমি ছাড়া এমন

ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করবে, যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে'। (ইবনু আবি শায়বাহ হা/৩৫৪২৯)

পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ

শৈশবে যে অভ্যাস তৈরি হয় বার্ধক্যেও তাই বহাল থাকে। তাই যদি প্রথম দিন থেকেই পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের শিক্ষা না দেওয়া হয় তাহলে পরে আর কোনো পন্থাই কার্যকর হয় না। নিঃসন্দেহে এটা একটা বড় সমস্যা। পিতামাতার অবাধ্যতা ও তাঁদের সঙ্গে মন্দ আচরণ এমন কবীরা গুনাহ, যাকে আল্লাহ শিরকের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

নানাজী তার কন্যাদের যেমন ভালোবাসতেন ও যত্ন নিতেন তেমন আর কোনো পিতাকে দেখিনি। এজন্য তাকে অনেক কষ্টও পোহাতে হত।

কনকনে শীতের রাতে ঘুম থেকে জেগে নিজ কক্ষ থেকে নেমে আসতেন। তিন তলায় ছিল তার শোবার ঘর। আর তার কন্যারা ঘুমাতেন নিচ তলায়। সে আমলে দামেশকের বাড়িগুলো এভাবে নির্মিত হত যে, উপর তলা থেকে নিচে নেমে আসতে অনেকটা খোলা জায়গা অতিক্রম করতে হত। প্রচন্ড শীতে, কখনো বা বৃষ্টির মধ্যে তিনি কন্যাদের দেখতে আসতেন এবং একে একে প্রত্যেকের গায়ে কম্বল-চাদর ঠিক করে দিতেন। কাউকে যদি দেখতেন সর্দি লেগেছে, কিংবা কাশিতে কষ্ট হচ্ছে, তাই সে ঘুমুতে পারছে না, তাহলে তাকে বসার ঘরে নিয়ে যেতেন এবং হিটার জ্বালিয়ে ঘর গরম করতেন। এরপর তার জন্য এক কাপ কফি তৈরি করতেন এবং কিছু ঔষধপত্র খাওয়াতেন। তার আরামবোধ হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে সঙ্গ দিতেন এরপর তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজ কক্ষে ফিরে যেতেন।

আগেই বলেছি, কন্যাদের সম্পর্কে তার মতো এতখানি উদ্বিগ্ন হতে আমি আর কাউকে দেখিনি। কোনো সময় যদি তাদের কারো রাতে ঘুমাতে দেরি হয়ে যেত তাহলে পরদিন আর তাকে ক্লাসে যেতে দিতেন না। এতে যদি মেয়ের কষ্ট হয়ে যায়! যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে! এটা তার আশ্চর্য নিজস্বতা ছিল। প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষিকা যেহেতু এমন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না তাই একদিন তার বিরক্তি প্রকাশই করে ফেললেন। আমার আম্মার হাত ধরে ক্লাসরুমে নিয়ে গেলেন

এবং সমবেত ছাত্রীদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, দেখ তো, এখানে কত ছাত্রী রয়েছে। শুধু তোমার আববুই কি তার কন্যাকে ভালোবাসেন আর এদের আববুরা এদেরকে ভালোবাসেন না?

বাস্তবিকই নানাজীর এই আচরণগুলো ছিল তাঁর নিজস্ব বিষয়। কন্যাদের শান্তি ও আরামের চিন্তা তার মধ্যে সর্বক্ষণ কাজ করত। রাতভর তাদের জন্য চিন্তা-ভাবনা করতেন। তাদের সঙ্গে যদি কেউ মন্দ ব্যবহার করত তাহলে তাকে ভৎর্সনা করতেন। তাদের উপর কেউ বাহাদুরি করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে যেতেন।

জ্ঞানী লোকেরা বলেন, 'কিছু কিছু মন্দ বিষয় শুভফল দান করে।' এটা সত্য কথা। কন্যাদের সম্পর্কে তাঁর সজাগ-সচেতন দৃষ্টি এবং তাদের প্রতি অনুরাগ-ভালোবাসা তাকে অন্য আরেকটি বিষয়েও সংবেদনশীল করেছিল। তা এই যে, আমাদের (নাতী নাতনীদেরকে) তিনি সর্বদা মায়েদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে এবং তাদের অনুগত থাকতে নির্দেশ দিতেন। যখনই সুযোগ হত তিনি এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

এ বিষয়ে তাঁর নির্দেশনার একটি পদ্ধতি উল্লেখ করছি। অনেক সময় আমাদের ছোটদের মনে হত, মায়েরা সব সময় আমাদেরকে উপদেশ দান করেন, ধমক দেন, আমাদের ইচ্ছাগুলো পূরণ হতে দেন না-আমাদের উপর খুব জুলুম করা হচ্ছে। বড়দের কাছে আমাদের ইচ্ছাগুলোর কোনোই মূল্য নেই। যেমন প্রত্যেক শিশুই ভেবে থাকে। নানাজী আমাদের এই অভিযোগ ও অনুভুতি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং আমাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বলতেন, ঠিক বলেছ, তোমাদের জায়গায় আমি হলে আমারও এমনই লাগত। কেননা, তখন শুধু আমার নিজের ইচ্ছা ও অনিচ্ছাই আমার সামনে থাকত। আচ্ছা, এখন একটা কথা বলি, বিষয়টি আমাদের মায়েরা যেভাবে ভেবেছেন সেভাবে কি আমরা ভেবেছি? মায়েদের মতো করে ভাবলে কিন্তু আমাদের এই অভিযোগ আর থাকবে না। মায়েদের যে হক্ব ও অধিকার আমাদের উপর রয়েছে তা কি মনে রেখেছি?

এই কথাগুলো বারবার নানাজী আমাদেরকে বলতেন। সব সময় বলতেন এবং বিভিন্নভাবে বলতেন। কখনো হাদীস শরীফ শোনাতেন। কখনো তার নিজস্ব ঢংয়ে সাহাবীদের বিভিন্ন গল্প বলতেন। তাঁদের মায়েদের সঙ্গে তাঁদের আচরণ। আমরা যদি মায়েদের অবাধ্য হই তাহলে দুনিয়াতেই আমাদের উপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শাস্তি আসতে পারে- সে সম্পর্কে আমাদেরকে সাবধান করতেন। আর যদি বাধ্য

অনুগত হয়ে চলি তাহলে দুনিয়াতেই এর সুফল লাভ করতে পারি- সে সম্পর্কে আমাদেরকে আগ্রহী করতেন। কেননা পিতামাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার সন্তানকে তার কর্মজীবনে সফল হতে সাহায্য করে, তার দুআ কবুল হয় এবং তার সন্তানও তার বাধ্য ও অনুগত হয়।

তিনি আমাকে যে উপদেশপত্র দান করেছিলেন এবং সর্বদা স্মরণ রাখতে বলেছিলেন তার শেষ কথাটি এই ছিল যে, আমি যেন আম্মার বাধ্য ও অনুগত থাকি এবং তাঁর মর্যাদা ও হক্ক সম্পর্কে সচেতন থাকি।

তার কোনো নাতী বা নাতনীকে যদি দেখতেন, তাঁর মা কর্মব্যস্ত রয়েছেন আর সে তাঁর কোনো ধরনের সাহায্যে না এসে অলসভাবে বসে রয়েছে... কিংবা কেউ তাঁর মায়ের আদেশ ছাড়াই তাঁর চেয়ে উত্তম স্থানে বসেছে তাহলে খুব রাগান্বিত হতেন এবং তিরস্কার করতেন। তিনি আমাদেরকে আদেশ করতেন, আমরা যেন নাস্তার পর মায়েদের সম্মানে চা-কফি বানিয়ে উপস্থিত করি। আর রান্নাঘর গুছিয়ে নানাজীর ওই মজলিসে শামিল হই।

তিনি পছন্দ করতেন, আমরা প্রত্যেকে যেন স্বনির্ভর হই এবং যে কাজ নিজে করা সম্ভব তাতে অন্যকে কষ্ট না দেই। এজন্য তিনি খুব দ্রুত ব্যক্তিগত অপরিহার্য বিষয়গুলো শিখে নিতে উদ্বুদ্ধ করতেন। যেন এসবের কারণে আমাদের মায়েদের কষ্ট না পেতে হয়। ফলে আমরা ঘুম থেকে ওঠার জন্য নিজেরাই ঘড়িতে এলার্ম দিতাম। নিজেদের পোশাক নিজেরাই ইস্ত্রি করতাম, কাপড় রিফু করতাম এবং জুতা পালিশ করতাম।

নানাজী নিজেও তার মাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর মধ্যে আমরা দেখেছি মাতৃভক্তির অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। যখনই তিনি তাঁর মায়ের কথা স্মরণ করতেন তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকত। এমনকি তাঁর মায়ের ইন্তেকালের পঞ্চাশ বছর পরও। ফলে আমারও মনে এই শঙ্কা সৃষ্টি হত যে, আমিও কি আমার মাকে হারাব আর তাঁকে কষ্ট দেওয়ার কথা মনে করে অশ্রুবিসর্জন দিব? এই ভাবনা আমাকে উদ্বুদ্ধ করল আম্মাজীর এমন অনুগত হতে যা তাঁকেও সন্তুষ্ট করে এবং আল্লাহকেও সন্তুষ্ট করে।

পিতামাতার সেবায় কতিপয় উদাহরণ -

পিতা-মাতার সেবায় মহান ব্যক্তিবর্গ আমাদের জীবনে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রেখে গেছেন। আমাদের উচিত তাদের অনুসরন করা। তাদের অনুসরণের মাধ্যমে আমরা ইহকালীন-পরকালীন সফলতা নিহিত।

পিতা-মাতার সেবা করা জিহাদ অপেক্ষা উত্তম

দ্বীন রক্ষার জন্য অনেক সময় জিহাদে যেতে হয়। আর আল্লাহর পথে জিহাদের ফযীলত কত বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এই ফযীলতপূর্ণ আমলের উপর পিতা-মাতার সেবাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما يَقُولُ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ :أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ :نَعَمْ، قَالَ :فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিহাদে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাহলে তাঁদের খিদমতের চেষ্টা কর।

৪৮. বুখারী হা/৩০০৪; মুসলিম হা/২৫৪৯; মিশকাত হা/৪৯১৯

হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হ'ল, 'তোমার পিতা-মাতা জীবিত থাকলে তাদের সেবা ও খিদমতে সর্বোচ্চ চেষ্টা কর। কারণ এটি জিহাদের স্থলাভিষিক্ত হবে' (ফাতহুল বারী ১০/৪০৩)।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِى الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ .قَالَ :فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ قَالَ نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا .قَالَ :فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ .قَالَ :نَعَمْ .قَالَ :فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا -

আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি আপনার হাতে হিজরত ও জিহাদের জন্য বায়'আত গ্রহণ করব। এতে আমি আল্লাহর নিকট প্রতিদান চাই। তাঁর কাছে পুরস্কার ও বিনিময় আশা করি। তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন কি? সে

বলল, হ্যাঁ, বরং উভয়ে জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তাহ’লে তুমি আল্লাহর কাছে বিনিময় প্রত্যাশা করছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ’লে তুমি তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের দু’জনের সঙ্গে সদাচরণপূর্ণ জীবন যাপন কর’। (৪৯)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি তাদের উভয়কে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এরপরেও তুমি আল্লাহর নিকট পুরস্কার আশা কর? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ‘তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও ও সর্বোত্তম সাহচর্য দান কর এবং তাদের কাছেই (খিদমতে) জিহাদ কর’। (৫০) তিনি আরও বলেন,

فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ

‘তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও। অতঃপর তাদেরকে হাসাও, যেমনভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছ। অতঃপর তিনি তার বায়‘আত নিতে অস্বীকার করলেন’। (৫১)

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ :أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ :هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ قَالَ :أَبَوَايَ .قَالَ :أَذِنَا لَكَ؟ قَالَ :لَا .قَالَ :ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا -

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইয়েমেন থেকে হিজরত করে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট চলে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়েমেনে কি তোমার কেউ আছে? সে বলল, আমার পিতা- মাতা আছেন। তিনি বললেন, তারা তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি তাদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা কর। যদি তারা অনুমতি দেন তাহলে জিহাদে যাও। অন্যথা তাদের সাথে সদাচরণ করো’। (৫২)

৪৯. মুসলিম হা/২৫৪৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮০।

৫০. মুসলিম হা/২৫৪৯; মিশকাত হা/৩৮১৭ (৫-৬)।

৫১. আবুদাউদ হা/২৫২৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮১।

৫২. আবুদাউদ হা/২৫৩০; আহমাদ হা/১১৭৩৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮২।

অন্য একটি আছারে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ :إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ الرُّومَ، وَإِنَّ أَبَوَيَّ يَمْنَعَانِي قَالَ :أَطِعْ أَبَوَيْكَ، وَاجْلِسْ فَإِنَّ الرُّومَ سَتَجِدُ مَنْ يَغْزُوهَا غَيْرَكَ -

যুরারাহ বিন আওফা হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে চাই। কিন্তু আমার পিতা-মাতা

আমাকে বাধা দিচ্ছেন। তিনি বললেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করো এবং বাড়িতেই অবস্থান করো। কারণ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তুমি ছাড়াও অন্য লোক পাওয়া যাবে।

পিতা-মাতার সেবায় বয়স ও রিযিক বৃদ্ধি পায় :

পিতা-মাতার খিদমত করলে আল্লাহ বেশী বেশী সৎ আমল করার সুযোগ দেন এবং আয়-রোযগারে বরকত দান করেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ -

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার আয়ু বৃদ্ধি করা হোক এবং তার জীবিকায় প্রশস্ততা আসুক সে যেন তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে'। (৬২)
সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ 'তাক্বদীর পরিবর্তন হয় না দো'আ ব্যতীত এবং বয়স বৃদ্ধি হয় না সৎকর্ম ব্যতীত'। (৬৩) অর্থাৎ যেসব বিষয় আল্লাহ দো'আ ব্যতীত পরিবর্তন করেন না, সেগুলি দো'আর ফলে পরিবর্তিত হয়। আর 'সৎকর্মে বয়স বৃদ্ধি পায়' অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির আয়ূতে বরকত লাভ হয়। যাতে নির্ধারিত আয়ূ সীমার মধ্যে সে বেশী বেশী সৎকাজ করার তাওফীক লাভ করে এবং তা তার আখেরাতে সুফল বয়ে আনে (মিরকাত, মির'আত)। কেননা মানুষের রূযী ও আয়ু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যাতে কোন কমবেশী হয় না। (৬৪)
অন্য একটি হাদীছে এসেছে, إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ...
...بِالدُّعَاءِ 'যে বিপদ আপতিত হয়েছে এবং যা এখনও আপতিত হয়নি সবক্ষেত্রেই দো'আ উপকার বয়ে নিয়ে আসে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল দো'আ করা'। (৬৭)

৬০. তাবারানী, মু'জামুল আওসাত হা/২২৫৫; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৩৩৯১; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫০২।

৬২. আহমাদ হা/২৭৫৭১; তিরমিযী হা/১৯০০; ইবনু মাজাহ হা/২০৮৯; মিশকাত হা/৪৯২৮; ছহীহাহ হা/৫১৪।
৬৩. আহমাদ হা/১৫৪২৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৮।
৬৭. তিরমিযী হা/২১৩৯; মিশকাত হা/২২৩৩; ছহীহাহ হা/৯৫৪।

অমুসলিম পিতা-মাতার হেদায়াতের জন্য দো'আ :

সাধারণভাবে অমুসলিমদের হেদায়াতের জন্য দো'আ করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) আবু জাহল বা ওমরের হেদায়াতের জন্য, আবু হুরায়রার মায়ের হেদায়াতের জন্য, দাউস সম্প্রদায়ের হেদায়াতের জন্য, ছাক্বীফ গোত্রের হেদায়াতের জন্য এবং ইহূদী খৃষ্টানদের হেদায়াতের জন্য দো'আ করেছিলেন। (২০৫) কারণ কারো দাওয়াতের মাধ্যমে বা দো'আর মাধ্যমে কেউ হেদায়াত হ'লে সেটি লাল উট কুরবানী করা অপেক্ষা উত্তম। (২০৬) আর পিতা-মাতা সবচেয়ে কাছের মানুষ। কাজেই পিতা-মাতা অমুসলিম থেকে জাহান্নামে যাবে এটি কোন সন্তনের কাম্য নয়। সেজন্য অমুসলিম পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের পাশাপাশি তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহর নিকট খালেছ অন্তরে দো'আ করতে হবে।

আবু কাছীর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমি আমার মাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতাম, তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। একদিন আমি তাকে ইসলাম কবুলের জন্য আহ্বান জানালাম। তখন তিনি রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে আমাকে এমন এক কথা শোনালেন যা আমার কাছে খুবই অপ্রিয় ছিল। আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আসছিলাম। আর তিনি অস্বীকার করে আসছিলেন। এরপর আমি তাকে আজ দাওয়াত দেওয়াতে তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে এমন কথা শোনালেন, যা আমি পছন্দ করি না। সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দো'আ করুন যেন তিনি আবু হুরায়রার মাকে হেদায়াত দান করেন। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, اَللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِيْ هُرَيْرَةَ 'হে আল্লাহ! আবু হুরায়রার মাকে হেদায়াত দান কর'। নবী করীম (ছাঃ)-এর দো'আর কারণে আমি খুশি মনে বেরিয়ে এলাম। যখন আমি (ঘরের) দরজায় পৌঁছলাম তখন তা বন্ধ দেখতে পেলাম। আমার মা আমার পায়ের আওয়াজ

শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, আবু হুরায়রা! একটু দাঁড়াও (থাম)। তখন আমি পানির কলকল শব্দ শুনছিলাম। তিনি বলেন, এরপর তিনি (আমার মা) গোসল করলেন এবং গায়ে চাদর পরলেন। আর তড়িঘড়ি করে দোপাট্টা ও ওড়না জড়িয়ে নিলেন, এরপর ঘরের দরজা খুলে দিলেন। এরপর বললেন, ‘হে আবু হুরায়রা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল’। তিনি বলেন, তখন আমি রাসূল

(ছাঃ)-এর খিদমতে রওনা হ’লাম। এরপর তাঁর কাছে গেলাম এবং আমি তখন আনন্দে কাঁদছিলাম। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনার দো‘আ কবুল করেছেন এবং আবু হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান করেছেন। তখন তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন ও তাঁর প্রশংসা করলেন এবং ভাল ভাল (কথা) বললেন। তিনি বলেন, এরপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দো‘আ করুন, তিনি যেন আমাকে এবং আমার মাকে মুমিন বান্দাদের কাছে প্রিয় করেন এবং তাদের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, ،اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ ‘হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দা (আবু হুরায়রা)-কে এবং তাঁর মাকে মুমিন বান্দাদের কাছে প্রিয়ভাজন করে দাও এবং তাদের কাছেও মুমিন বান্দাদের প্রিয় করে দাও'। এরপর এমন কোন মুমিন বান্দা সৃষ্টি হয়নি, যে আমার কথা শুনেছে অথবা আমাকে দেখেছে অথচ আমাকে **ভালোবাসেনি**। (২০৭)

২০৭. মুসলিম হা/২৪৯১; আহমাদ হা/৮২৩২।

২০২. বুখারী হা/১০৪৯; মুসলিম হা/৯০৩; মিশকাত হা/১২৬।

২০৩. দলীলুল ফালিহীন লি তুরুকে রিয়াযুছ ছালেহীন ৩/১৬২।

২০৪. আবুদাউদ হা/১৬৬৪; ছহীহ তারগীব হা/২৫০০; মিশকাত হা/৪৯১৩-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২০৫. বুখারী হা/২৯৩৭; মুসলিম হা/২৪৯১; আহমাদ হা/১৪৭৪৩; আবুদাউদ হা/৫৩৮; তিরমিযী হা/৩৯৪১; মিশকাত হা/৫৭৪০;

পিতা-মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলায় জান্নাত লাভ :

পিতা-মাতার সাথে এমনভাবে কথা বলতে হবে যাতে তারা কোনভাবেই কষ্ট না পান। আল্লাহর নেক বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হ'ল তারা বিনয়ের সাথে চলে এবং নম্র ও ভদ্র ভাষায় কথা বলে। বিশেষতঃ পিতা-মাতার সাথে বিনয়ের সাথে কথা বললে জান্নাত লাভ করা যায়। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ طَيْسَلَةَ بْنِ مَيَّاسٍ قَالَ :كُنْتُ مَعَ النَّجَدَاتِ فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا إِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ قَالَ :مَا هِيَ؟ قُلْتُ :كَذَا وَكَذَا، قَالَ :لَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ، هُنَّ تِسْعٌ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ نَسَمَةٍ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَإِلْحَادُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ ثُمَّ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَتَفْرَقُ النَّارَ وَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ قُلْتُ :إِي وَاللَّهِ، قَالَ :أَحَيٌّ وَالِدُكَ؟ قُلْتُ :عِنْدِي أُمِّي، قَالَ :فَوَاللَّهِ لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلَامَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ -

মাতার কান্নার কারণ হয় [১.১.১]। ইবনু ওমর (রাঃ) আরও বলেন, যদি তুমি তোমার জীবিত মায়ের সাথে নম্র আচরণ করো এবং তাকে খাদ্য প্রদান করো, তবে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা অবস্থায় অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

পিতা-মাতার সেবায় দুনিয়ায় বিপদমুক্তি :

পিতা-মাতার সেবা করলে বিপদের সময় আল্লাহ সন্তানকে সাহায্য করেন, দো'আ করলে কবুল করেন এবং বিপদে রক্ষা করেন। যেমন বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি পিতা-মাতার সেবা করার কারণে বিপদে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পূর্বকালে তিন ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে তারা মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে পতিত হয়। তখন তিনজন একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ গুহা মুখে একটি বড় পাথর ধসে পড়ে। তাতে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তিন জন সাধ্যমত চেষ্টা করেও তা সরাতে ব্যর্থ হয়। তখন তারা পরস্পরে বলতে থাকে যে, এই বিপদ থেকে রক্ষার কেউ নেই আল্লাহ ব্যতীত। অতএব তোমরা আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যে জীবনে কোন সৎকর্ম করে থাকলে সেটি সঠিকভাবে বল এবং তার দোহাই দিয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর। সম্ভবতঃ তিনি আমাদেরক এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

তখন একজন বলল, আমার দু’জন বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট কয়েকটি শিশু সন্তান ছিল। যাদেরকে আমি প্রতিপালন করতাম। আমি মেষপাল চরিয়ে যখন ফিরে আসতাম, তখন সন্তানদের পূর্বে পিতামাতাকে দুধ পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে রাত হয়ে যায়। অতঃপর আমি দুগ্ধ দোহন করি। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা ঘুমিয়ে যান। তখন আমি তাদের মাথার নিকট দুধের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, যতক্ষণ না তারা জেগে ওঠেন। এ সময় ক্ষুধায় আমার বাচ্চারা আমার পায়ের নিকট কেঁদে গড়াগড়ি যায়। কিন্তু আমি পিতা-মাতার পূর্বে তাদেরকে পান করাতে চাইনি। এভাবে ফজর হয়ে যায়। অতঃপর তারা ঘুম থেকে উঠেন ও পান করেন। তারপরে বাচ্চাদের পান করাই। اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ ‘হে আল্লাহ! যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ’লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে দাও’! তখন পাথর কিছুটা সরে গেল এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।

অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ সৎকর্মের কথা উল্লেখ করে বলল, হে আল্লাহ! যদি আমরা এগুলি তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ’লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও’! তখন পাথরের বাকীটুকু সরে গেল এবং আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দান করলেন। (৭০)

৬৯. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮, সনদ ছহীহ।
৭০. বুখারী হা/২২১৫; মুসলিম হা/২৭৪৩; মিশকাত হা/৪৯৩৮।

আপনার কৃতকর্মের যতটুকু প্রাপ্য ঠিক ততটুকুই আপনি পাবেন

কুরআন পাকে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন— **إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ**
“তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তাই প্রতিদান দেওয়া হবে।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন— **كُلُّ ذُنُوبٍ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْبَغْيَ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ**

“আল্লাহ তাআলা মা-বাবার অবাধ্যতা এবং অন্যায়-অবিচার ব্যতীত অন্য সকল গুনাহ বিলম্বিত করেন (কিয়ামত পর্যন্ত)। কিন্তু যিনি পিতা-মাতাকে কষ্ট দেন, তাকে মৃত্যুর পূর্বেই দুনিয়াতে শাস্তি প্রদান করা হয়।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন— “দুই প্রকার গুনাহের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে দুনিয়াতেই শাস্তি প্রদান করেন— অন্যায়-অবিচার করা এবং মা-বাবার অবাধ্য হওয়া।”

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কেউ যদি তার মা-বাবার প্রতি কর্তব্য পালনে গাফিলতি করে, তবে সে তার সন্তানদের থেকেও তেমন গাফিলতির শিকার হবে। আর যে ব্যক্তি তার মা-বাবার সাথে সদাচরণ করবে এবং তাদের দেখাশোনা করবে, তার সন্তানও ঠিক একইভাবে তাকে দেখাশোনা করবে।

আল মামলূকী তাঁর ‘বীরুল ওয়ালিদাইন’ গ্রন্থে একটি কাহিনী বর্ণনা করেন।

আল-আসমাঈ বলেন— “আমাকে এক ব্যক্তি বললো, ‘দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও অধম সন্তানকে খুঁজে বের করার জন্য, আমি একদা দীর্ঘ ভ্রমণে বের হলাম। একদিন আমি এক বৃদ্ধকে দেখলাম। তিনি একটি বালতি দিয়ে কূপ থেকে পানি তুলছিলেন। বালতির দড়িটি তার গলায় বাঁধা ছিল। তখন গ্রীষ্মকাল ছিল। সেদিন এতটাই গরম পড়েছিল যে উট পর্যন্ত গরমে অস্থির হয়ে পড়েছিল। বৃদ্ধের পেছন থেকে এক যুবক তাকে চাবুক মারছিল। আমি সেই যুবককে বললাম, “আল্লাহকে ভয় কর! এই বৃদ্ধটি খুবই দুর্বল, তুমি তার সাথে যে আচরণ করছো সেটা তার সহ্যের বাইরে। দয়া করে তুমি তোমার চাবুক মারা বন্ধ করো।” তখন সে যুবক বললো, “এ বৃদ্ধ আমার বাবা। আমি বলছি, আল্লাহকে ভয় কর! তোমাকে তার ব্যাপারে কথা বলতে হবে না।” বৃদ্ধটি চিৎকার দিয়ে বললো, “থাম! সে তার বাবার সাথে এভাবেই ব্যবহার করতো। আর তার বাবাও তার দাদার সাথে এমন আচরণ করতো।” তখন আমি মনে মনে বললাম, ‘এই ব্যক্তিই দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও অধম সন্তান।’”

এখানে আরেকটি কাহিনী বর্ণনা করছি—

এ কাহিনী এক যুবককে কেন্দ্র করে। সে তার দিনের অধিকাংশ সময় বিভিন্ন ক্লাবে ঘুরে এবং বন্ধুদের সাথে আনন্দ-ফুর্তি করে কাটাতো। তার বাবা খুব ধার্মিক ছিলেন। তিনি ছেলেকে নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন। তিনি বহুবার তাকে সতর্ক করেন যে, সে যেন তার জীবন পরিবর্তন করে এবং অসৎ বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করে। তিনি তাকে আল্লাহর ভয় দেখাতেন। কিন্তু ছেলে তাতে কোন কর্ণপাত করতো না। বরং বাবার প্রতি তার অবাধ্যতা ও নিষ্ঠুর আচরণ আরও বেড়ে যায়।

একদিন বাবা তার পরামর্শ শোনার ব্যাপারে ছেলেকে খুব চাপাচাপি করছিলেন। কিন্তু তাকে নিতান্তই অবাক করে দিয়ে ছেলে তার মুখে থাপ্পড় মেরে বসলো! বাবা খুবই মর্মাহত হলেন। তখনই কসম কাটলেন এই বলে যে, কখনো কারো শরীর স্পর্শ করলে তিনি আল্লাহর নিকট থেকে এই অন্যায়ের প্রতিশোধ চাইবেন।

একদা তিনি কা'বা শরীফে গেলেন এবং আকাশের দিকে হাত তুলে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানালেন—

"হে আল্লাহ! দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্ত থেকে মানুষ আপনার ঘর পরিদর্শন করতে আসে। আমি আজ আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। হে আল্লাহ! আমার ছেলে খুব অবাধ্য এবং সে আমার সাথে খুব অন্যায় আচরণ করেছে। হে আমার রব! আপনি যেন এই অন্যায়ের বিচার করেন। আপনি যেন তাকে চলাচলে অক্ষম করে দেন। আপনিই মহাশক্তিশালী ন্যায়বিচারক। কেউ আপনাকে জবাবদিহি করতে পারে না, আপনিও কাউকে জবাবদিহি করেন না।"

আল্লাহর দরবারে বৃদ্ধের ফরিয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তার ছেলের দেহের ডান পাশ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলো।

সন্তানের প্রার্থনার কারণে পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়

পিতা-মাতার জন্য সন্তান একটি বড় নে'মত। তাই সন্তানকে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে পারলে পৃথিবীতে সে যেমন পিতা-মাতার জন্য চক্ষু শীতলকারী হবে, তেমনি পরকালে নাজাতের কারণ হবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ :يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ -

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন

এ অবস্থা দেখে সে (নেক বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি হ'ল? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করার কারণে'। (১০৮) '(وَلَدِكَ لَكَ)' শব্দটি ছেলে-মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। এখানে ولد দ্বারা মুমিন সন্তান উদ্দেশ্য। আর এটি বিবাহের উপকারসমূহের একটি উপকার ও সর্বাপেক্ষা বড় উপকার এবং ঐ বস্তুসমূহের একটি যা পুণ্য এবং কর্ম থেকে মরণের পর মুমিন ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়। যেমন হাদীছে এসেছে। আল্লামা ত্বীবী বলেন, পূর্বোক্ত হাদীছটি এ প্রমাণ বহন করছে যে, ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা বড় বড় গুনাহ মোচন করা হয়'। (১০৯)

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :تُرْفَعُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ، فَيَقُولُ :أَيْ رَبِّ، أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ فَيُقَالُ : وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ -

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, মানুষের মৃত্যুর পর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবে, হে প্রভু! এই মর্যাদা কিভাবে হ'ল? তাকে বলা হবে, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে'। (১১০)

অন্য একটি আছারে এসেছে,

،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ :كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَيْلَةً، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، وَلِأُمِّي وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا قَالَ لِي مُحَمَّدٌ :فَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى نَدْخُلَ فِي دَعْوَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ -

প্রখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, এক রাতে আমরা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! আবু হুরায়রাকে, আমার মাকে এবং তাদের দু'জনের জন্য যারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাদের সকলকে তুমি ক্ষমা কর'।

১০৬. আহমাদ হা/২২৩০১; ছহীহুত তারগীব হা/২১৪৪।

১০৮. ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; মিশকাত হা/২৩৫৪;

ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আ :

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ -

উচ্চারণ : রব্বানাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা ওয়া লিল মু'মিনীন ইয়াত্তমা ইয়াক্কুমুল হিসাব।

'হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব দণ্ডায়মান হবে' (ইব্রাহীম ১৪/৪০-৪১)।

সৎ বান্দাদের পিতা-মাতার জন্য দো'আ :

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

উচ্চারণ : রব্বি আওযি'নী আন আশকুরা নি'মাতাকাল্লাতী আন'আমতা 'আলাইয়্যা ওয়া 'আলা ওয়ালিদাইয়্যা ওয়া আন আ'মালা ছলিহান তারযাহু ওয়া আছলিহলী ফী যুররিইয়্যাতী, ইন্নী তুবতু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমীন।

অর্থ : 'হে আমার প্রভু! আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি তোমার নে'মতের শোকর আদায় করি। যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করি। আমার পিতা-মাতাকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আর সন্তানদেরকেও সৎকর্মপরায়ণ কর। আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম। আমি তোমার একান্ত একজন আজ্ঞাবহ' (আহক্বাফ ৪৬/১৫)। উপরোক্ত সকল দো'আ নিজের জন্য, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য করা যাবে।

পিতা-মাতা জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থায় তাদের জন্য দো'আ করা :

পিতা-মাতা জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য দো'আ করা ও তাদের জন্য দান-ছাদাক্বাহ করা উত্তম কাজ। তারা যেমন মৃত্যুর পর দো'আ পাওয়ার অধিকার রাখেন, তেমনি জীবিত থাকা অবস্থাতেও সেই অধিকার রাখেন। এটি সদ্ব্যবহারের অন্যতম মাধ্যম। (১১২)

১১১. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৭, সনদ ছহীহ।

১১২. মারদাবী, আল ইনছাফ ফী মারিফাতির রাজেহ মিনাল খিলাফ ২/৫৬০।

যেভাবে মা-বাবার হৃদয় জয় করবেন

ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'বিররুল ওয়ালিদাইন' গ্রন্থে বলেন— "মা-বাবার হৃদয় জয় করতে হলে তাদের সব কথা নিষ্ঠার সাথে মেনে চলতে হবে, যদি না তাতে আল্লাহ তাআলার কৃতকর্মের অবাধ্য হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে। এমনকি নফল ইবাদত থেকেও মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তারা যেসব কাজ নিষেধ করেন, সেসব কাজ করা হতে বিরত থাকতে হবে। তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণে যথাসাধ্য সচেষ্ট হতে হবে। তাদের সামনে বিনয় ও নম্রতার সাথে দাঁড়াতে হবে। তাদের সাথে কখনো উচ্চস্বরে কথা বলা যাবে না এবং কথা বলার সময় তাদের চোখে সরাসরি চোখ রাখা যাবে না। তাদেরকে তাদের নাম ধরে ডাকা যাবে না এবং তাদের সাথে আচরণে অসামান্য ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে।"

হাদিস:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ :قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّتُهُمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ».

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন— "শিরক অবস্থায় একদিন মা আমার কাছে আসলেন। তিনি আমার কাছ থেকে উপকার চাইতে এসেছিলেন। তখন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কি আমার মুশরিক মায়ের সাথে সদাচরণ করতে পারি?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি তার সাথে সদাচরণ করো।"

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উদাহরণ:

পিতা মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও ঘৃণা বা অবজ্ঞা না করে বরং অত্যন্ত ভদ্র ভাষায় পিতার সাথে কথা বলায় আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশংসা করেছেন এবং কুরআনে পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا - يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا - يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ

الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا-يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا-

'যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, হে পিতা! কেন তুমি ঐ বস্তুর পূজা কর যে শোনে না, দেখে না বা তোমার কোন কাজে আসে না? হে আমার পিতা! আমার নিকট এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি। অতএব তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। হে আমার পিতা! শয়তানের পূজা করো না। নিশ্চয়ই শয়তান হ'ল দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমার ভয় হয় যে, (এই অবস্থায় যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর) দয়াময়ের পক্ষ হ'তে শাস্তি তোমাকে স্পর্শ করবে। আর তখন তুমি শয়তানের সাথী হয়ে পড়বে' (মারিয়াম ১৯/৪২-৪৫)।

হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া (আঃ)-এর উদাহরণ:

ইয়াহ্ইয়া (আঃ) পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করতেন। প্রত্যেক নবী-রাসূলই পিতা-মাতার সাথে সদ্বাচরণ করেছেন। তাদের মধ্যে যারা এই সৎ কাজের জন্য বিখ্যাত আল্লাহ কেবল তাদেরই নাম উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন, وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا 'আর তিনি (ইয়াহ্ইয়া) ছিলেন তার পিতামাতার প্রতি সদ্বাচরণকারী এবং তিনি উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলেন না' (মারিয়াম ১৯/১৪)।

অর্থাৎ তিনি পিতা-মাতার অবাধ্যতা করতেন না এবং কাউকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর রবেরও অবাধ্যতা করেননি (তাফসীরে দুররুল মানছুর ৫/৪৮৭)। পবিত্রতা অবলম্বন, তাক্বওয়ার নীতি অবলম্বন ও পিতা-মাতার সাথে সদ্বাচরণের কারণে আল্লাহ তা'আলা তিন সময়ে তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষণ করেন। তার জন্মের সময়, মৃত্যুর সময় ও পুনরুত্থানের সময়।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর উদাহরণ:

ঈসা (আঃ) মায়ের সেবা করতেন। তিনি শিশুকালেই সবার সামনে বলেছিলেন, আল্লাহ আমাকে মায়ের সাথে সদ্বাচরণ করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি এর পরেই বলছেন, আল্লাহ আমাকে অহঙ্কারী ও হতভাগা করেননি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যার মধ্যে অহংকার রয়েছে, সে পিতা-মাতার সেবা করতে পারবে না। এজন্য আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার খেদমতকারী হিসাবে ঈসা (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করার পর তার অহঙ্কারী না হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঈসা (আঃ) বলেছিলেন, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا - وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

‘তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন ছালাতের ও যাকাতের যতদিন আমি বেঁচে থাকি। (এবং নির্দেশ দিয়েছেন) আমার মায়ের প্রতি অনুগত থাকতে। আর তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগা করেননি’ (মারিয়াম ১৯/৩২)। ‘আমার মায়ের প্রতি অনুগত থাকতে’ কথার মধ্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈসা বিনা বাপে সৃষ্ট হয়েছিলেন। কুরআনে সর্বত্র ‘ঈসা ইবনে মারিয়াম’ বলা হয়েছে তার মায়ের দিকে সম্বন্ধ করে। যা অন্য কোন নবীর শানে বলা হয়নি।

হযরত ওছমান বিন আফফান (রাঃ)-এর উদাহরণ:

রাসূল (ছাঃ)-এর জামাতা ও ইসলামের তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ) ছিলেন মায়ের প্রতি সীমাহীন সেবাপরায়ণ। যেমন হাদীছে এসেছে,

আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর দু’জন ছাহাবী ছিলেন যারা এই উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক মাতার প্রতি সদ্বাচারী ছিলেন। তাকে বলা হ’ল, তারা কারা? তিনি বললেন, ওছমান বিন আফফান ও হারেছাহ বিন নু’মান (রাঃ)। ওছমান যিনি বলেছেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর আমার মাকে কখনো চিন্তিত করিনি। আর হারেছা, তিনি মায়ের চুল আঁচড়িয়ে দিতেন, নিজ হাতে খাওয়াতেন এবং তাকে আদেশকৃত কোন কথা বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করতেন না। বরং তার মা তার নিকট থেকে বের হ’লে মায়ের সাথে থাকা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, আমার মা কি বললেন?

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর উদাহরণ:

ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন মায়ের সেবাপরায়ণ। তিনি প্রায়ই মায়ের কাছে গিয়ে দেখা করতেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করতেন। যেমন হাদীছে এসেছে-

আবু তালিব কন্যা উম্মে হানী (রাঃ)-এর মুক্তদাস আবু মুররা (রহঃ) বলেন, আমি আক্বীক্ব নামক স্থানে অবস্থিত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর খামার বাড়ীতে...তার সাথে একই বাহনে আরোহণ করে গমন করেছিলাম। তিনি তার বাড়ীতে পৌঁছে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ يَا أُمَّتَاهُ ‘ওহে জননী! তোমার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তার বরকত নাযিল হৌক। তার মা বলেন, তোমার প্রতিও শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তার বরকত নাযিল হৌক। আবার আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ছোটকালে তুমি আমাকে যেভাবে রহমতের সাথে লালন-পালন করেছিলে, আল্লাহ তোমাকে সেভাবে লালন-পালন করুক। তার মা বলেন, হে বৎস! আল্লাহ তোমাকেও উত্তম

প্রতিদান দান করুন এবং তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন। যেভাবে তুমি বৃদ্ধকালে আমার সাথে সদ্বাচরণ করছ’।

ছাহাবী হারেছা বিন নু’মানের উদাহরণ :

তিনি মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকায় রাসূল (ছাঃ) তাকে জান্নাতে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনেছেন। তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি ঘুমালাম। তারপর স্বপ্নে আমাকে জান্নাত দেখানো হ’ল। এরপর একজন ক্বারীর তিলাওয়াত শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এটা কে? তারা বললেন, এটা হ’ল হারেছা বিন নু’মান। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সদ্ব্যবহারের ফল এমনই হয়, সদ্ব্যবহারের ফল এমনই হয়। আর তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে তাঁর মায়ের প্রতি সবচেয়ে বেশি সদ্যাচারী।

ছবির যে অংশে “অমুসলিম পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা” থেকে লেখা শুরু হয়েছে, সেটার টাইপ করা রূপ নিচে দিলাম—

অমুসলিম পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা :

অমুসলিম পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করার পর তাদের ক্ষমার জন্য দো‘আ করা যাবে না। কারণ তারা নিশ্চিত জাহান্নামী। আর বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তাদের জন্য দো‘আ করে কোন লাভ হবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

“নবী ও মুমিনদের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়, একথা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী।”

আলী (রাঃ) বলেন, “আমি এক ব্যক্তিকে তার (মৃত) মুশরিক পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুনলাম। আমি তাকে বললাম, তোমার মৃত পিতা-মাতার জন্য কি তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর, অথচ তারা ছিল মুশরিক? সে বলল, ইবরাহীম (আঃ) কি তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেননি, অথচ তার পিতা ছিল মুশরিক? আমি তখন নবী (সাঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়, নবী ও মুমিনদের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা

(এরপরের অংশে ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনা ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে ওয়াদার কারণে দো‘আ করেছিলেন, পরে যখন স্পষ্ট হলো যে তার পিতা আল্লাহর শত্রু, তখন তিনি তা থেকে বিরত হন।)

হযরত **ইবনে আউন (র.)** ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের একজন অত্যন্ত পরহেজগার আলেম এবং তাবেয়ি। মা-বাবার প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ও বিনয়ের একটি ঘটনা আজও বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের জন্য বড় এক শিক্ষা।

ইবনে আউন (র.)-এর অনুতপ্ত হওয়ার সেই ঘটনা

একদিন ইবনে আউন (র.) তাঁর ঘরের ভেতরে ছিলেন। এমন সময় তাঁর মা বাইরে থেকে তাঁকে কোনো প্রয়োজনে ডাক দিলেন।

মায়ের ডাক শুনে তিনি স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিলেন— **"লাব্বাইক" (আমি উপস্থিত আছি, মা)**।

কিন্তু উত্তর দেওয়ার পর মুহূর্তেই তাঁর ভেতর এক তীব্র অপরাধবোধ জেগে উঠল। তিনি লক্ষ্য করলেন, মায়ের ডাকের উত্তর দেওয়ার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর **মায়ের কণ্ঠস্বরের চেয়ে সামান্য উঁচু** হয়ে গিয়েছিল। যদিও তিনি রাগের মাথায় বা ইচ্ছাকৃতভাবে এটি করেননি, স্রেফ উত্তর দিতে গিয়ে শব্দটা একটু জোরে হয়েছিল।

এই অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে তিনি একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন:

তিনি সেই সামান্য ভুলের কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে দুটি দাস মুক্ত করে দিলেন। (তৎকালীন সময়ে দাস মুক্ত করা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং অনেক বড় সওয়াবের কাজ

বায়েজিদ বোস্তামী এর ঘটনা

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.)-এর শৈশবের এই ঘটনাটি মাতৃভক্তির এক চিরন্তন ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এক শীতের রাত। চারদিকে নিস্তব্ধতা। বালক বায়েজিদ তার অসুস্থ মায়ের শিয়রে বসে পড়াশোনা করছিলেন। হঠাৎ মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত বোধ করলেন এবং ছেলের কাছে পানি চাইলেন।

বায়েজিদ তখনি পানির পাত্রের কাছে গেলেন, কিন্তু দেখলেন তাতে এক ফোঁটা পানিও নেই। সেই গভীর রাতে আশেপাশে কোথাও পানি পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু মায়ের

আদেশ পালন আর তার কষ্ট লাঘব করাই ছিল বায়েজিদের একমাত্র চিন্তা। তিনি একটি কলস নিয়ে গ্রামের শেষ প্রান্তে থাকা ঝরনা বা নদীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। কনকনে শীত আর ঘুটঘুটে অন্ধকার উপেক্ষা করে তিনি ঝরনা থেকে পানি ভরে নিয়ে বাড়িতে ফিরলেন। ঘরে এসে দেখলেন মা আবার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বায়েজিদ ভাবলেন, "মাকে ডাক দিয়ে ঘুম ভাঙালে তার কষ্টের কারণ হতে পারে, আবার পানি না খাইয়ে ঘুমালে তৃষ্ণায় তার কষ্ট হবে।"

মায়ের ঘুমের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তিনি তাকে জাগালেন না। বরং গ্লাসে পানি ভরে মায়ের শিয়রে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন—যাতে মা জাগামাত্রই পানি পান করতে পারেন। শীতের তীব্রতায় তার হাত জমে যাচ্ছিল, তবুও তিনি নড়লেন না।

এভাবে সারারাত কেটে গেল। ভোরের দিকে যখন মায়ের ঘুম ভাঙল, তিনি দেখলেন তার আদরের সন্তান গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বায়েজিদ, তুমি কেন এভাবে দাঁড়িয়ে আছো?"

বায়েজিদ বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, "মা, আপনি পানি চেয়েছিলেন। আনতে গিয়ে দেরি হওয়ায় আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাই আমি আপনার জাগার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

ছেলের এই অসামান্য ত্যাগ আর ভক্তি দেখে মায়ের চোখ ভিজে এল। তিনি দুহাত তুলে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলেন, "হে আল্লাহ! আমার বায়েজিদ যেভাবে আমার সেবা করল, আপনি তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক বড় মর্যাদা দান করুন।"

মায়ের সেই কবুল হওয়া দোয়ার বরকতেই বায়েজিদ বোস্তামী পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওলিতে পরিণত হয়েছিলেন।

পিতা-মাতার প্রতি অবহেলার পরিনতি—

পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা শুধু একটি নৈতিক ভুল নয়, এটি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ—সব স্তরেই গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। নিচে এর পরিণতিগুলো ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো।

প্রথমত, মানসিক অশান্তি ও অপরাধবোধ সৃষ্টি হয়। যে সন্তান পিতা-মাতাকে অবহেলা করে, তার মনে একসময় না একসময় অনুতাপ জাগে। নিজের আচরণের জন্য ভেতরে ভেতরে কষ্ট পায়, শান্তি হারিয়ে ফেলে এবং জীবনের আনন্দ কমে যায়।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর অসন্তুষ্টি লাভের আশঙ্কা থাকে। ইসলামে পিতা-মাতার অবাধ্যতা বড় গুনাহ হিসেবে বিবেচিত। এর ফলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং দোয়া কবুল না হওয়ার আশঙ্কাও দেখা দেয়। আখিরাতে এর জন্য শাস্তির কথাও উল্লেখ রয়েছে।

তৃতীয়ত, দুনিয়াবি জীবনে অশান্তি নেমে আসে। যারা পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, তাদের জীবনে বরকত কমে যেতে পারে। কাজকর্মে সফলতা কমে যায়, বিভিন্ন সমস্যা বেড়ে যায় এবং পারিবারিক জীবনে অশান্তি তৈরি হয়।

চতুর্থত, সামাজিক সম্মান নষ্ট হয়। সমাজে পিতা-মাতার প্রতি সম্মান দেখানো একটি বড় গুণ। যারা তাদের অবহেলা করে, তারা মানুষের কাছে সম্মান হারায় এবং নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়।

পঞ্চমত, পারিবারিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। পিতা-মাতার সাথে দূরত্ব তৈরি হলে পুরো পরিবারের মধ্যে তার প্রভাব পড়ে। ভাই-বোনের সম্পর্কেও টানাপোড়েন তৈরি হয় এবং পরিবারের ভালোবাসা ও একতা নষ্ট হতে থাকে।

ষষ্ঠত, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর খারাপ প্রভাব পড়ে। সন্তানরা বড়দের আচরণ থেকেই শিক্ষা নেয়। তাই আজ কেউ যদি নিজের পিতা-মাতাকে অবহেলা করে, ভবিষ্যতে তার নিজের সন্তানরাও একই আচরণ করতে পারে।

সপ্তমত, পিতা-মাতার মৃত্যুর পর অনুশোচনার শেষ থাকে না। তখন আর তাদের সেবা করার বা ভালোবাসা প্রকাশ করার সুযোগ থাকে না। যতই অনুতাপ করা হোক, সময় আর ফিরে আসে না।

অষ্টমত, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা ধীরে ধীরে মানুষের ভেতর থেকে দয়া, মায়া ও সহানুভূতি কমিয়ে দেয় এবং তাকে স্বার্থপর করে তোলে।

সবশেষে বলা যায়, পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা মানুষের জীবনে নানাভাবে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তাই আমাদের উচিত তাদের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও যত্ন প্রদর্শন করা, কারণ তাদের সন্তুষ্টিতেই জীবনের প্রকৃত শান্তি ও সফলতা নিহিত।

মৃত্যুর পর পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য–

১।কুরআনে আল্লহ আমাদের পিতামাতার প্রতি দুআ করা শিখেয়েছেন।

"হে আমার প্রতিপালক, তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।"

(সূরা আল-ইসরা 17:24)

রাসূল ﷺ বলেন—

"মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে... নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।"

(সহিহ মুসলিম: 1631)

২। তাদের নামে দান-সদকা করা------

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল—

"আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন, আমি কি তার পক্ষ থেকে সদকা করলে উপকার হবে?"

রাসূল ﷺ বললেন, "হ্যাঁ।"

(সহিহ বুখারি: 1388, সহিহ মুসলিম: 1004)

৩। তাদের ঋণ পরিশোধ করা–

রাসূল ﷺ বলেন—
“মুমিনের আত্মা তার ঋণের কারণে ঝুলে থাকে, যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়।”
(তিরমিজি: 1078, হাসান)

৪। অপূর্ন ইবাদত পূর্ণ করা—--
রাসূল ﷺ বলেন—
“যে ব্যক্তি মারা যায় এবং তার উপর রোজা বাকি থাকে, তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক রোজা রাখবে।”
(সহিহ বুখারি: 1952, সহিহ মুসলিম: 1147)
৫। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা—--
রাসূল ﷺ বলেন—
“সর্বোত্তম নেক কাজ হলো—পিতার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।”
(সহিহ মুসলিম: 2552)
৬। তাদের জন্য ইস্তেগফার করা—
“হে আমাদের রব, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদের ক্ষমা করো।”
(সূরা ইবরাহিম 14:41)

৭। সদকায়ে জারিয়া রাখা—-
“মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি ছাড়া—
১) সদকায়ে জারিয়া
২) উপকারী জ্ঞান
৩) নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।”
(সহিহ মুসলিম: 1631)

এইগুলোই পিতামাতার জন্য সবচেয়ে বড় উপহার। নেককার সন্তান অবশ্যই পিতামাতার প্রতি সব দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকবে।

সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব-কর্তব্য-

১।সঠিক লালন পালন এবং ভরণপোষন–

“মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে...” (সূরা আল-বাকারা 2:233)

হাদিস—

“একজন মানুষের জন্য এটাই যথেষ্ট গুনাহ যে, সে যার দায়িত্বে আছে তাকে অবহেলা করে।”

(সুনান আবু দাউদ)

২। দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা—

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো...”

(সূরা আত-তাহরীম 66:6)

হাদিস—

“তোমরা তোমাদের সন্তানদের ৭ বছর বয়সে নামাজের আদেশ দাও...” (আবু দাউদ)

৩। উত্তম নাম রাখা—-

“কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নাম ও পিতার নামে ডাকা হবে, তাই সুন্দর নাম রাখো।”

(আবু দাউদ: 4948)

৪।ভালো পরিবেশে বড় করা—

“হে আমার সন্তান! আল্লাহর সাথে শরিক করো না...” (সূরা লুকমান 31:13)

শিশুকে সঠিক আকীদা ও পরিবেশে গড়ে তোলা জরুরি।

৫। আদব আখলাক শিক্ষা দেয়া—

“কোনো পিতা তার সন্তানকে উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভালো কিছু দিতে পারে না।” (তিরমিজি: 1952)

৬। ন্যায় বিচার করা—

তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার করো।"
(সহিহ বুখারি: 2587, সহিহ মুসলিম: 1623)

৭.উপযুক্ত সময়ে বিয়ে দেওয়া–
"তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিয়ে দিয়ে দাও..."
(সূরা আন-নূর 24:32)
৮। সন্তানের জন্য দুআ করা—-
"হে আমার রব! আমাকে ও আমার সন্তানদের নামাজ কায়েমকারী বানাও..."
(সূরা ইবরাহিম 14:40)

সন্তানের প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত থাকতে হবে—

সন্তানের ওপর জুলুম বা অন্যায় আচরণ করা ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। ইসলাম সন্তানের প্রতি ন্যায়, দয়া ও ইনসাফের শিক্ষা দেয়।
আল্লাহ তাআলা বলেন—
"তোমরা ন্যায়বিচার কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।"
— (সূরা আল-হুজুরাত: 9)
সন্তানও এই ন্যায়বিচারের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সাথে জুলুম করা এই নির্দেশনার পরিপন্থী।

রাসূল ﷺ বলেছেন—
"যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।"
— (সহিহ বুখারি: 5997, সহিহ মুসলিম: 2318)
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
"*প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।*"
— (সহিহ বুখারি: 893, সহিহ মুসলিম: 1829)

আল্লাহ বলেন—

“নিশ্চয়ই আল্লাহ জুলুমকারীদের ভালোবাসেন না।”

— (সূরা আল-ইমরান: 57)

সন্তানদের প্রতি দয়া না করলে তা ইসলামী চরিত্রের বিরোধী। এর জন্য অবশ্যই আল্লহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“তোমাদের সন্তানের ওপর তোমাদের অধিকার যেমন আছে, তেমনি তাদেরও তোমাদের ওপর অধিকার আছে।”

— (সুনান আবু দাউদ: 2928, হাসান হাদিস)

এই হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, বাবা-মা যেমন দায়িত্বশীল, সন্তানদের প্রতি ইনসাফ করাও বাধ্যতামূলক।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“আল্লাহ কোমলতা পছন্দ করেন এবং কোমলতার জন্য এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার জন্য দেন না।”

— (সহিহ মুসলিম: 2593)

অতত্রব,সন্তানদের সঙ্গে কঠোরতা ও জুলুম নয়, বরং কোমলতা ইসলামের শিক্ষা। সন্তানের প্রতি জুলুম করা ইসলামি ন্যায়নীতির পরিপন্থী। বরং তাদের প্রতি দয়া, ন্যায় এবং সুন্দর আচরণ করা ইমানের অংশ ও আখিরাতের সফলতার মাধ্যম।

পিতামাতার প্রতি সম্মান ও আনুগত্য করা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে সব আদেশ মানা বাধ্যতামূলক নয়। কিছু ক্ষেত্রে পিতামাতার আদেশ মানা যাবে না—বরং সেখানে আল্লাহর নির্দেশই প্রাধান্য পাবে।

পিতা-মাতার যেসব আদেশ মানা যাবে না-----

১. আল্লাহর সাথে শিরক করতে বললে

যদি পিতামাতা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করতে বলেন, তা মানা যাবে না।

- সূরা লুকমান (৩১:১৫)

"তারা যদি তোমাকে আমার সাথে শরিক করতে বাধ্য করে, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করো না।"

২. কোনো হারাম বা গুনাহের কাজ করতে বললে

যেমন—মিথ্যা বলা, চুরি করা, সুদ খাওয়া, পর্দা না মানা ইত্যাদি।

"সৃষ্টির আনুগত্য নেই স্রষ্টার অবাধ্যতায়।"

৩. ফরজ ইবাদত ছেড়ে দিতে বললে

যদি পিতামাতা নামাজ, রোজা, হিজাব বা অন্যান্য ফরজ কাজ ছেড়ে দিতে বলেন, তা মানা যাবে না।

৪. অন্যের অধিকার নষ্ট করতে বললে

যেমন—কারো সম্পদ দখল করা, অন্যায় করা বা কারো প্রতি জুলুম করা। ইসলাম এসব কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।

৫. সম্পর্ক ছিন্ন করতে বললে (যেখানে শরীয়তে নিষেধ নেই)

যদি পিতামাতা অন্যায়ভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলেন, তা মানা উচিত নয়।

পিতামাতার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা রাখা ঈমানের অংশ। তবে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কোনো আদেশ তারা দিলে তা মানা যাবে না। সেই ক্ষেত্রে বিনয়ের সাথে তাদের বোঝানো এবং ভালো আচরণ বজায় রাখা একজন মুমিনের কর্তব্য।

সন্তানের প্রতি অবহেলার পরিণতি-----

সন্তানের প্রতি অবহেলা ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকেও একটি গুরুতর অপরাধ। পিতা-মাতা সন্তানের লালন-পালন, শিক্ষা, আদর্শ গঠন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ দায়িত্বে অবহেলা করলে দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় জায়গাতেই তার নেতিবাচক পরিণতি দেখা যায়-

প্রথমত, সন্তানের দায়িত্বে অবহেলা করলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" এই হাদিসটি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম-এ বর্ণিত। এখানে স্পষ্ট বোঝা যায়, পিতা-মাতা সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, তাই অবহেলা করলে এর হিসাব দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সন্তানের প্রতি অবিচার ও অবহেলা ইসলাম সমর্থন করে না। রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার করো।" এই হাদিসটি সহিহ বুখারি-এ রয়েছে। সন্তানদের প্রতি সমান ভালোবাসা ও যত্ন না দেখালে তা অন্যায় হিসেবে গণ্য হয়।

তৃতীয়ত, সন্তানের সঠিক শিক্ষা ও আদব না দেওয়া বড় ক্ষতির কারণ। রাসূল ﷺ বলেছেন, "কোনো পিতা তার সন্তানের জন্য উত্তম আদব (শিক্ষা-আচরণ) দেওয়ার চেয়ে উত্তম উপহার আর কিছু দিতে পারে না।" এই হাদিসটি জামে তিরমিজি-তে বর্ণিত। অর্থাৎ, সন্তানকে সুশিক্ষা না দেওয়া এক ধরনের অবহেলা, যার ফলে সে ভুল পথে যেতে পারে।

চতুর্থত, সন্তানের মৌলিক চাহিদা পূরণ না করা গুনাহ। রাসূল ﷺ বলেছেন, "একজন মানুষের জন্য এতটুকুই গুনাহ যথেষ্ট যে, সে তার অধীনস্থদের (যাদের দায়িত্ব তার ওপর) অবহেলা করে।" এই হাদিসটি সুনানে আবু দাউদ-এ এসেছে। এখানে সন্তানদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পঞ্চমত, সন্তানের প্রতি অবহেলার কারণে ভবিষ্যতে খারাপ পরিণতি দেখা দেয়। সন্তান যদি ছোটবেলা থেকে সঠিক দিকনির্দেশনা না পায়, তাহলে সে বিপথে যেতে পারে, যা পরিবার ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

সবশেষে বলা যায়, সন্তানের প্রতি অবহেলা শুধু দুনিয়াবি ক্ষতির কারণ নয়, বরং আখিরাতের জন্যও বিপদজনক। তাই পিতা-মাতার উচিত সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, সঠিক শিক্ষা, ন্যায়বিচার ও যত্ন নিশ্চিত করা, যাতে তারা সৎ ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

সন্তান আল্লহর দেওয়া আমানত—

সন্তান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মা-বাবার কাছে এক পবিত্র আমানত। এই আমানতকে রক্ষা করা এবং সঠিক পথে গড়ে তোলা প্রতিটি অভিভাবকের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব।

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তানকে আমানত মনে করার মূল বিষয়গুলো নিচে দেওয়া হলো-

১. আল্লাহর মালিকানা

সন্তান আপনার হলেও এর প্রকৃত মালিক আল্লাহ। তিনি সাময়িকভাবে আপনার কাছে তাকে লালন-পালনের জন্য দিয়েছেন । তাই তাকে নিয়ে কোনো প্রকার স্বেচ্ছাচারিতা বা জুলুম করা যাবে না

২. সঠিক লালন-পালন ও শিক্ষা

সন্তানকে ইসলামি মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শেখানো মা-বাবার প্রধান দায়িত্ব তাকে সুনাগরিক এবং পরোপকারী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা এই আমানত রক্ষার অংশ।

৩. পরকালে জবাবদিহিতা

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল এবং প্রত্যেককেই তার পাল (অধীনস্থদের) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে" [০.৫.৩]। অর্থাৎ, সন্তানকে আপনি কীভাবে বড় করেছেন, তার জন্য আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে।

সন্তানকে অবহেলা করা, তাদের সামনে খারাপ উদাহরণ তৈরি করা বা তাদের চরিত্র নষ্ট হতে দেওয়া আমানতের খেয়ানত হিসেবে গণ্য।

সন্তানকে আল্লাহর আমানত মনে করার অর্থ হলো তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী গড়ে তোলা, যাতে সে দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার জন্য চক্ষুশীতলকারী হয়।

সন্তানের মৃত্যু পিতামাতার জন্য পরীক্ষাসরূপ-

সন্তানের মৃত্যু মা-বাবার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন ও হৃদয়বিদারক **পরীক্ষা**। ইসলামে এই কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য বিশাল পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

এই পরীক্ষার মূল দিকগুলো হলো:

১. ধৈর্যের চরম পরীক্ষা

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে। আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন" (সূরা বাকারা: ১৫৫)। সন্তানের মৃত্যু এই 'জীবন ও সম্পদের' ক্ষতির অন্তর্ভুক্ত।

২. আল্লাহর সন্তুষ্টি ও শোকর

বিপদে পড়েও যারা বলে— **"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"** (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাব)—আল্লাহ তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন। মনের কষ্টের চেয়ে আল্লাহর ফয়সালাকে বড় মনে করাই এই পরীক্ষার সার্থকতা।

৩. জান্নাতে 'বায়তুল হামদ' বা প্রশংসার ঘর

হাদিসে আছে, যখন কোনো মুমিনের সন্তান মারা যায়, আল্লাহ ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কি আমার বান্দার কলিজার টুকরোকে ছিনিয়ে নিলে?" ফেরেশতারা 'হ্যাঁ' বললে আল্লাহ জানতে চান, "আমার বান্দা তখন কী বলেছে?" তারা বলে, "সে আপনার প্রশংসা করেছে ও ইন্নালিল্লাহ পড়েছে।" তখন আল্লাহ বলেন, "জান্নাতে আমার এই বান্দার জন্য একটি ঘর বানাও এবং তার নাম দাও **বায়তুল হামদ** (প্রশংসার ঘর)।"

৪. পরকালে সুপারিশকারী

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোনো মুসলিমের তিনটি (মতান্তরে দুটি) সন্তান যদি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে মারা যায়, তবে তারা তাদের মা-বাবার জন্য জাহান্নামের বিরুদ্ধে ঢাল হয়ে দাঁড়াবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে।

৫. জান্নাতের বিশেষ দরজা

নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তির সন্তান মারা যায় এবং সে নেকির আশায় ধৈর্য ধরে, সেই সন্তান জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে। সে তার মা-বাবাকে সাথে না নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করবে।

৬. গুনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি

আল্লাহর পথে কোনো কষ্ট পেলেই মুমিনের গুনাহ ঝরে যায়। সন্তানের বিয়োগব্যথা সহ্য করা মা-বাবার জন্য গুনাহ মাফের এবং জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার একটি বড় মাধ্যম।

৭. আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ

বিপদের সময় বান্দা যখন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখন সে আল্লাহর সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে। এই ধৈর্যই তাকে আধ্যাত্মিকভালবে শক্তিশালী করে তোলে।

সন্তান পিতামাতার জন্য পরীক্ষাসরুপ—-

সন্তান মা-বাবার জন্য একদিকে নেয়ামত, অন্যদিকে আমানত ও পরীক্ষা-
আল্লাহ তায়ালা বলেন, *"তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ; আর আল্লাহ, তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার"* (সূরা আত-তাগাবুন: ১৫)
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের (আমানত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে..."* (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, *"সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দাও, কারণ এ বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে যে তুমি তাকে কী শিক্ষা দিয়েছ"* (সুনানে বায়হাকি: ৪৬৯১) [১.২.৪]।

সন্তানকে নেককার বানানো

সন্তান নেককার হলে তা পিতা-মাতা, পরিবার এবং সমাজ—সব কিছুর জন্যই একটি বড় নেয়ামত ও সৌভাগ্য। নেককার সন্তান শুধু দুনিয়ার জীবনে শান্তি আনে না, বরং আখিরাতেও পিতা-মাতার জন্য কল্যাণের কারণ হয়।
প্রথমত, নেককার সন্তান পিতা-মাতার জন্য দোয়ার কারণ হয়। সে সবসময় তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা, রহমত ও বরকত কামনা করে। মৃত্যুর পরও তার দোয়া পিতা-মাতার উপকারে আসে।
মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন:
“মানুষ মারা গেলে তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি ছাড়া—সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান, এবং নেককার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।” (সহিহ মুসলিম)
এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, নেককার সন্তান পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাদের জন্য কল্যাণের ধারা অব্যাহত রাখে।
দ্বিতীয়ত, নেককার সন্তান পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা বাড়ায়। সমাজে তার ভালো আচরণ ও চরিত্র দেখে মানুষ পিতা-মাতাকেও সম্মান করে। এতে পরিবারে গর্ব ও সুখ সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত, সে পিতা-মাতার জন্য শান্তি ও স্বস্তির কারণ হয়। তার ভালো ব্যবহার, আনুগত্য ও দায়িত্ববোধ পরিবারে অশান্তি কমিয়ে দেয় এবং ভালোবাসার পরিবেশ তৈরি করে।

চতুর্থত, নেককার সন্তান ভবিষ্যতে নিজের জীবনেও সফল হয়। কারণ সে আল্লাহভীরু, সৎ এবং দায়িত্বশীল হয়। ফলে দুনিয়াতেও সে সম্মান পায় এবং আখিরাতেও সফল হয়।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ভালো সন্তান আল্লাহর রহমতের একটি বড় নিদর্শন।

পঞ্চমত, নেককার সন্তান পরিবারের জন্য সদকায়ে জারিয়া হয়ে যায়। তার ভালো কাজের কারণে পিতা-মাতা মৃত্যুর পরও সওয়াব পেতে থাকেন।

সবশেষে বলা যায়, নেককার সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় নিয়ামত। তাই পিতা-মাতার উচিত সন্তানকে সঠিক শিক্ষা, নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধে গড়ে তোলা, যাতে সে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জায়গায় কল্যাণের কারণ হতে পারে।

সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যের ফজিলত

সন্তান হারিয়ে সবর বা ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তায়ালা পরকালে বিশেষ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

১. জান্নাতে 'বায়তুল হামদ' (প্রশংসার ঘর)

হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

যখন কারো সন্তান মারা যায়, আল্লাহ ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ করেছ?" তারা বলে, "হ্যাঁ।" আল্লাহ বলেন, "সে কী বলেছে?" তারা বলে, "সে আপনার প্রশংসা (আলহামদুলিল্লাহ) করেছে এবং ইন্নালিল্লাহ পড়েছে।" তখন আল্লাহ বলেন, **"জান্নাতে আমার এই বান্দার জন্য একটি ঘর বানাও এবং তার নাম দাও 'বায়তুল হামদ' (প্রশংসার ঘর)"** (সুনানে তিরমিজি: ১০২১)

২. জান্নাতের নিশ্চিত গ্যারান্টি

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"আল্লাহ বলেন, আমার কোনো মুমিন বান্দার প্রিয়জনকে যখন আমি দুনিয়া থেকে নিয়ে নিই এবং সে নেকির আশায় ধৈর্য ধরে, তবে তার জন্য জান্নাত ছাড়া আমার কাছে আর কোনো প্রতিদান নেই" (সহিহ বুখারি: ৬৪২৪)

শৈশবে মৃত্যুবরণকারী সন্তানরা হাশরের ময়দানে মা-বাবার জন্য সুপারিশ করবে।
কাপড় ধরে জান্নাতে টানা: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"ছোট বয়সে মৃত্যুবরণকারী সন্তানরা জান্নাতের প্রজাপতির মতো। সে তার মা-বাবার কাপড় বা হাত ধরে জান্নাতে না নেওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না"* (সহিহ মুসলিম: ২৬৩৫, ২৬৩৮)
তিন বা দুই সন্তানের মৃত্যু: নবীজি (সা.) বলেছেন, যে মুসলিমের তিনটি (বা দুটি) সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে মারা যায়, তারা মা-বাবার জন্য জাহান্নামের বিরুদ্ধে ঢাল হয়ে দাঁড়াবে (সহিহ বুখারি: ১২৪৮; সুনানে নাসায়ি: ১৮৭২)
গর্ভপাত হওয়া সন্তান: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"গর্ভপাত হওয়া সন্তানও তার মাকে নাভিরজ্জু দিয়ে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে, যদি সে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধরে"* (ইবনে মাজাহ: ১৬০৯)

সন্তানের মৃত্যুর পর করণীয়—

বেশি বেশি দুআ করা: "আল্লাহুম্মা আজিরনি ফি মুসিবাতি ওয়া আখলিফ লি খাইরাম মিনহা" (হে আল্লাহ, আমার এই বিপদে আমাকে সওয়াব দিন এবং এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করুন)।
হতাশ না হওয়া: মনে রাখা যে, আপনার সন্তান হারিয়ে যায়নি, বরং সে আল্লাহর কাছে আপনার জন্য অগ্রিম সঞ্চয় (সালাফ) হিসেবে জমা আছে।
সদকায়ে জারিয়া: মৃত সন্তানের নামে দান-খয়রাত বা ভালো কাজ করা, যা তার রূহের মাগফিরাত ও আপনার মনের প্রশান্তির কারণ হবে।

সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণের এক অবিস্মরণীয় উদাহরণ —

সন্তানের মৃত্যু মানুষের জীবনে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাগুলোর একটি। ইসলামে এ পরিস্থিতিতে ধৈর্য (সবর) ধারণকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আমল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ইতিহাসে বহু মহিয়সী নারীর জীবনে আমরা এর উজ্জ্বল উদাহরণ দেখতে পাই।

তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন উম্মে সুলাইম (রা.)। তাঁর জীবনের একটি ঘটনা ধৈর্যের অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিচিত। তাঁর একটি সন্তান অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। সে সময় তাঁর স্বামী আবু তালহা (রা.) বাইরে ছিলেন। উম্মে সুলাইম (রা.) অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি সামাল দেন। স্বামী বাড়ি ফিরে এলে তিনি সরাসরি দুঃসংবাদ না দিয়ে কোমলভাবে পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য একটি উপমা ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, যদি কারো কাছে আমানত রাখা কোনো জিনিস ফেরত নেওয়া হয়, তাহলে কি তার কষ্ট পাওয়া উচিত? আবু তালহা (রা.) বলেন, না। তখন তিনি জানান যে, আল্লাহ তাদের সন্তানকে ফিরিয়ে নিয়েছেন।

এই অসাধারণ ধৈর্য ও প্রজ্ঞায় সন্তুষ্ট হয়ে মুহাম্মদ (সা.) তাদের জন্য দোয়া করেন এবং পরবর্তীতে আল্লাহ তাদের আরও সন্তানের মাধ্যমে বরকত দান করেন। এই ঘটনা সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম-এ বর্ণিত হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাই। প্রথমত, সন্তানের মৃত্যু আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। দ্বিতীয়ত, ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তার প্রতিদান দেন। তৃতীয়ত, কঠিন পরিস্থিতিতেও বুদ্ধিমত্তা ও সংযম বজায় রাখা একজন মুমিনের গুণ।

আরেকটি সাধারণ হাদিসে এসেছে, কোনো মুসলিমের সন্তান মারা গেলে এবং সে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় থাকে, তাহলে তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে (তিরমিজি)।

সবশেষে বলা যায়, সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধরা সহজ নয়, কিন্তু যারা আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে ধৈর্য ধারণ করেন, তারা আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন। এই ধরনের মহিয়সী নারীদের জীবন আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণের আরও কিছু অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া যায়। এগুলো আমাদের শেখায়—সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও কীভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে স্থির থাকা যায়।

এর মধ্যে অন্যতম ঘটনা হলো আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন—

যদি কোনো মুসলিমের তিনটি সন্তান অল্প বয়সে মারা যায় এবং সে ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

এই হাদিসটি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম-এ বর্ণিত।

এখানে নির্দিষ্ট কোনো একজন নারীর ঘটনা না থাকলেও, এটি অসংখ্য মায়েদের ধৈর্যের প্রতিদান সম্পর্কে স্পষ্ট সুসংবাদ দেয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে। তাঁর পুত্র ইবরাহিম (রা.) ছোট বয়সে ইন্তেকাল করেন। তখন তিনি গভীর কষ্ট অনুভব করলেও ধৈর্যের সর্বোচ্চ উদাহরণ স্থাপন করেন। তিনি বলেন—

“নিশ্চয়ই চোখ অশ্রু ঝরায়, হৃদয় ব্যথিত হয়; কিন্তু আমরা এমন কিছু বলি না, যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।”

এই ঘটনা সহিহ বুখারি-তে বর্ণিত।

এখানে দেখা যায়, কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ধৈর্য হারিয়ে ভুল কথা বা অভিযোগ করা উচিত নয়।

আরেকটি হাদিসে এসেছে, মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন—

যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করেন, “তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের প্রাণ নিয়েছ?” তারা বলেন, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, “সে কী বলেছে?” তারা বলেন, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং বলেছে—‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’। তখন আল্লাহ বলেন, “আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করো, যার নাম হবে ‘বায়তুল হামদ’ (প্রশংসার ঘর)।”

এই হাদিসটি জামে তিরমিজি-তে বর্ণিত।

সবশেষে বলা যায়, সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করা সহজ নয়, কিন্তু যারা আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে ধৈর্য ধারণ করেন, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের বিশেষ প্রতিদান।

এসব ঘটনা আমাদের শেখায়—দুঃখের মাঝেও ঈমান ও ধৈর্য ধরে রাখা একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় শক্তি।

সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণের আরও কিছু অনুপ্রেরণামূলক ঘটনা ও শিক্ষা ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া যায়, যা হৃদয়কে দৃঢ় করে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা বাড়ায়।
এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় উম্মে হাবিবা (রা.)-এর জীবনে। যদিও তাঁর সন্তানের মৃত্যুর নির্দিষ্ট ঘটনা কম বর্ণিত, তবে তিনি জীবনে বহু কষ্ট ও বিচ্ছেদ সহ্য করেছেন এবং সব অবস্থায় ধৈর্য ও ঈমানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এতে বোঝা যায়, একজন মুমিন নারী কষ্টের মধ্যেও কীভাবে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে থাকতে পারেন।
আরেকটি সাধারণ কিন্তু গভীর শিক্ষা পাওয়া যায় মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি হাদিস থেকে। তিনি বলেছেন—
“ধৈর্য হলো প্রথম আঘাতের সময়।”
এই হাদিসটি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম-এ বর্ণিত।
অর্থাৎ, বিপদ আসার সাথে সাথেই যে ব্যক্তি নিজেকে সংযত রাখতে পারে, সেই প্রকৃত ধৈর্যশীল।
আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে, এক নারী তার সন্তানের কবরের পাশে বসে কাঁদছিলেন। তখন মুহাম্মদ (সা.) তাকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দেন। প্রথমে তিনি চিনতে না পেরে কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করেন। পরে বুঝতে পেরে ক্ষমা চান। তখন রাসূল ﷺ তাকে বলেন—
“প্রকৃত ধৈর্য তো প্রথম ধাক্কায়।”
এই ঘটনাটিও সহিহ বুখারি-এ রয়েছে।
এগুলো ছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিসে এসেছে, মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন—
“যার সন্তান মারা যায় এবং সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে।”
(সুনানে নাসাঈ)
সবশেষে বলা যায়, সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ইসলামে এটি একটি মহান গুণ। যারা এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, আল্লাহ তাদের জন্য

বিশেষ প্রতিদান ও মর্যাদা রেখেছেন। এসব ঘটনা আমাদের শেখায়—দুঃখ যতই বড় হোক, ধৈর্য ও ঈমানই একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় আশ্রয়।

সন্তান হিসেবে আমাদের করণীয়–

সন্তান হিসেবে আমাদের পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও করণীয় অত্যন্ত ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ। পিতা-মাতা আমাদের জীবনের প্রথম আশ্রয়, প্রথম শিক্ষক এবং সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী। তাদের ত্যাগ ও ভালোবাসার তুলনা পৃথিবীর কোনো কিছুর সাথেই করা যায় না। তাই তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা শুধু সামাজিক বা নৈতিক বিষয় নয়, বরং এটি একটি মানবিক ও ধর্মীয় দায়িত্বও বটে।

প্রথমত, পিতা-মাতার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা সন্তানের প্রধান দায়িত্ব। তাদের সামনে সবসময় বিনয়ী আচরণ করা উচিত। তাদের সাথে কথা বলার সময় নরম ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতে হবে। কখনো উচ্চস্বরে কথা বলা, রাগ করা বা এমন কোনো আচরণ করা ঠিক নয় যাতে তারা কষ্ট পান। এমনকি ছোট্ট একটি অবজ্ঞাসূচক শব্দও তাদের হৃদয়ে আঘাত করতে পারে, তাই এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকা জরুরি।

দ্বিতীয়ত, তাদের আনুগত্য করা সন্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তারা যদি কোনো ভালো, ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ কাজের নির্দেশ দেন, তাহলে তা মেনে চলা উচিত। তবে যদি কোনো নির্দেশনা আল্লাহর বিধানের বিরোধী হয়, তাহলে তা সম্মানের সাথে এড়িয়ে চলতে হবে, কিন্তু কখনোই তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না।

তৃতীয়ত, পিতা-মাতার সেবা করা সন্তানের অন্যতম বড় দায়িত্ব। বিশেষ করে তাদের বৃদ্ধ বয়সে যখন তারা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন, তখন তাদের পাশে দাঁড়ানো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাদের খাওয়াদাওয়া, চিকিৎসা, চলাফেরা এবং দৈনন্দিন কাজে সহযোগিতা করা সন্তানের কর্তব্য। এই সময় তাদের অবহেলা করা অত্যন্ত দুঃখজনক একটি বিষয়।

চতুর্থত, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং মানসিকভাবে শান্তি দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মন বুঝে চলা, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তাদের একাকিত্ব দূর করার চেষ্টা করা উচিত। অনেক সময় পিতা-মাতা শুধু একটু সময় ও ভালোবাসাই চান, যা সন্তান হিসেবে আমাদের দেওয়া উচিত।

পঞ্চমত, প্রয়োজন হলে আর্থিকভাবে সহায়তা করা সন্তানের দায়িত্ব। তারা যদি অসহায় বা দুর্বল অবস্থায় থাকেন, তাহলে তাদের প্রয়োজন পূরণ করা, খরচ বহন করা এবং তাদের জীবনকে সহজ করা সন্তানের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।
ষষ্ঠত, পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাদের জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরও আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ক্ষমা, রহমত ও শান্তি কামনা করা উচিত। এটি শুধু একটি ভালো কাজই নয়, বরং সন্তানের জন্যও সওয়াবের মাধ্যম।
সপ্তমত, তাদের খুশি রাখা ও তাদের হৃদয়ে আনন্দ দেওয়া সন্তানের দায়িত্ব। তাদের ছোট ছোট ইচ্ছা পূরণ করা, তাদের সাথে সময় কাটানো এবং তাদের সম্মান রক্ষা করা উচিত।
অষ্টমত, পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও সন্তানের দায়িত্ব শেষ হয় না। তাদের জন্য দোয়া করা, সদকা করা, তাদের ভালো কাজগুলো অব্যাহত রাখা এবং তাদের নাম ভালোভাবে স্মরণ করা উচিত।
সবশেষে বলা যায়, পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করা একটি মহান মানবিক দায়িত্ব। যারা তাদের পিতা-মাতাকে সম্মান করে, ভালোবাসে এবং সেবা করে, তারা শুধু পরিবারেই নয়, সমাজেও সম্মানিত হয়। সবচেয়ে বড় কথা, তাদের সন্তুষ্টির মধ্যেই সন্তানের জীবনের প্রকৃত শান্তি ও সফলতা নিহিত।

পিতামাতা হিসেবে আমাদের করণীয় —-

পিতা-মাতা হিসেবে সন্তানের প্রতি করণীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ বিষয়। একটি সন্তানের চরিত্র, ভবিষ্যৎ ও জীবনধারা অনেকটাই নির্ভর করে পিতা-মাতার আচরণ, শিক্ষা ও দিকনির্দেশনার ওপর। তাই এই দায়িত্বকে ইসলামি, নৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
প্রথমত, সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ও মমতা প্রদর্শন করা পিতা-মাতার প্রধান দায়িত্ব। সন্তানকে শুধুমাত্র শাসন নয়, বরং স্নেহ, যত্ন ও আন্তরিক ভালোবাসার মাধ্যমে বড় করে তুলতে হয়। ভালোবাসাহীন পরিবেশে সন্তান মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, সন্তানের সঠিক শিক্ষা প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি। শুধু দুনিয়াবি শিক্ষা নয়, বরং নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাও দিতে হবে। ভালো-মন্দের পার্থক্য, সত্য কথা বলা, সততা, ধৈর্য ও দায়িত্ববোধ শেখানো পিতা-মাতার কর্তব্য।
তৃতীয়ত, সন্তানের মধ্যে শৃঙ্খলা ও ভালো অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। ছোটবেলা থেকেই নিয়ম-কানুন, সময়ানুবর্তিতা এবং শালীন আচরণ শেখাতে হবে। এতে সে ভবিষ্যতে একজন দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে।
চতুর্থত, সন্তানের অধিকার রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ। তার খাদ্য, পোশাক, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। অবহেলা করা বা প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে বঞ্চিত করা কখনোই উচিত নয়।
পঞ্চমত, সন্তানের সাথে ন্যায়বিচার করা জরুরি। যদি একাধিক সন্তান থাকে, তবে তাদের মধ্যে ভালোবাসা ও আচরণে সমতা বজায় রাখতে হবে। কারও প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাত দেখানো উচিত নয়।

ষষ্ঠত, সন্তানের জন্য ভালো দোয়া করা পিতা-মাতার একটি বড় দায়িত্ব। সন্তানের ভবিষ্যৎ ভালো, সৎ ও সফল হোক—এই কামনায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিত।

সপ্তমত, সন্তানের ভুল সংশোধন করা কিন্তু কোমলভাবে। কঠোরতা নয়, বরং ধৈর্য ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা উচিত।

অষ্টমত, সন্তানের সামনে ভালো উদাহরণ তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান পিতা-মাতার আচরণ থেকেই সবচেয়ে বেশি শেখে। তাই নিজেদের আচরণ, কথা ও চরিত্র সুন্দর রাখা জরুরি।

সবশেষে বলা যায়, পিতা-মাতা হিসেবে দায়িত্ব শুধু লালন-পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং একটি আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার মহান দায়িত্ব। সঠিক দিকনির্দেশনা ও ভালোবাসা পেলে একটি সন্তান সমাজের জন্য সদকায়ে জারিয়া হয়ে উঠতে পারে।

বর্জনীয় বিষয়সমূহ—-

পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ রাখতে কিছু বিষয় অবশ্যই বর্জন করা প্রয়োজন। ইসলাম এসব বিষয়ে স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছে, কারণ এগুলো পারিবারিক বন্ধন নষ্ট করে এবং মানসিক ও নৈতিক ক্ষতি সৃষ্টি করে।

প্রথমত, দায়িত্বে অবহেলা করা একটি বড় বর্জনীয় বিষয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, “তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।” এই হাদিসটি সহিহ বুখারি এবং সহিহ মুসলিম-এ বর্ণিত। অর্থাৎ সন্তান হোক বা পিতা-মাতা, দায়িত্বে অবহেলা করা আখিরাতে জবাবদিহির কারণ হবে।

দ্বিতীয়ত, জুলুম বা অন্যায় আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ জালিমদের ভালোবাসেন না।” এই বক্তব্য সহিহ মুসলিম-এ এসেছে। পরিবারের ভেতরে অন্যায় আচরণ সম্পর্ক নষ্ট করে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি ডেকে আনে।

তৃতীয়ত, সন্তানদের মধ্যে পক্ষপাত করা বর্জনীয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, “তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার করো।” এই হাদিসটি সহিহ বুখারি-এ রয়েছে। একজন সন্তানকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া এবং অন্যকে অবহেলা করা পারিবারিক অশান্তির কারণ হয়।

চতুর্থত, খারাপ ভাষা ব্যবহার করা বা কাউকে অপমান করা ঠিক নয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, “মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।” এটি সহিহ বুখারি-এ বর্ণিত। অর্থাৎ পরিবারে কটু কথা বা অপমান সম্পর্কের ভিত দুর্বল করে দেয়।

পঞ্চমত, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা সন্তানের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। রাসূল ﷺ একাধিক হাদিসে পিতা-মাতার অবাধ্যতাকে বড় গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা সহিহ বুখারি-এ পাওয়া যায়। তাদের কষ্ট দেওয়া বা অসম্মান করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

ষষ্ঠত, দায়িত্বহীন আচরণ করা বা যাদের দায়িত্বে রাখা হয়েছে তাদের অবহেলা করা নিষিদ্ধ। রাসূল ﷺ বলেছেন, “যার দায়িত্বে কেউ আছে, আর সে তাদের অবহেলা করে, তার জন্য এটাই যথেষ্ট গুনাহ।” এটি সুনানে আবু দাউদ-এ এসেছে।

সবশেষে বলা যায়, পরিবারে শান্তি ও ভালোবাসা বজায় রাখতে অবহেলা, অন্যায়, পক্ষপাত, কঠোরতা এবং খারাপ আচরণ—এসব বিষয় অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

ইসলামের শিক্ষা হলো ন্যায়, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে পরিবারকে সুন্দর ও শক্তিশালী করা।

পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক সুন্দর ও স্থিতিশীল রাখতে কিছু আচরণ ও অভ্যাস অবশ্যই বর্জন করা জরুরি। এগুলো পরিবারে দূরত্ব, মানসিক চাপ এবং সম্পর্কের ভাঙন সৃষ্টি করে। ইসলামও এসব থেকে সতর্ক করেছে এবং সুন্দর আচরণের শিক্ষা দিয়েছে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অযথা রাগ ও ক্রোধ প্রকাশ করা। পরিবারের ভেতরে রাগ নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে অনেক সময় এমন কথা বা কাজ হয়ে যায়, যা পরে আফসোসের কারণ হয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, “শক্তিশালী সে নয় যে কুস্তিতে জেতে, বরং সে-ই শক্তিশালী যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।” এটি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম-এ বর্ণিত। অর্থাৎ রাগ নিয়ন্ত্রণ না করা পারিবারিক সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর।

আরেকটি বর্জনীয় বিষয় হলো একে অপরকে ছোট করা বা হেয় করা। পরিবারে কেউ কাউকে অপমান করলে ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায় এবং মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, “এক মুসলিম আরেক মুসলিমকে তুচ্ছ মনে করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট গুনাহ।” এই হাদিস সহিহ মুসলিম-এ রয়েছে।

এছাড়া গোপন কথা ফাঁস করা বা বিশ্বাসঘাতকতা করা থেকেও বিরত থাকা জরুরি। পরিবারে গোপনীয়তা রক্ষা না করলে সম্পর্কের মধ্যে অবিশ্বাস জন্ম নেয় এবং শান্তি নষ্ট হয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সময় না দেওয়া এবং সম্পর্ককে অবহেলা করা। পিতা-মাতা বা সন্তান—যে কারও সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সময় ও যত্ন না দিলে ধীরে ধীরে দূরত্ব তৈরি হয়, যা পরে পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এছাড়াও একে অপরের অনুভূতিকে গুরুত্ব না দেওয়া একটি বড় ভুল। কারও কথা না শোনা বা তার কষ্টকে গুরুত্ব না দিলে মানসিক আঘাত সৃষ্টি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে সম্পর্ক দুর্বল করে দেয়।

সবশেষে বলা যায়, পারিবারিক জীবনে শান্তি বজায় রাখতে রাগ, অবহেলা, অপমান, পক্ষপাত, দায়িত্বহীনতা এবং অবিশ্বাস—এসব বিষয় সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা প্রয়োজন।

ইসলামের মূল শিক্ষা হলো ভালোবাসা, ধৈর্য এবং পারস্পরিক সম্মানের মাধ্যমে পরিবারকে একটি শান্তির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।

নিজেকে পরিবর্তন করা—মা-বাবার সেবা করার মাধ্যমে-

নিজেকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার অন্যতম কার্যকর উপায় হলো মা-বাবার খিদমত (সেবা) করা। ইসলামে আল্লাহর ইবাদতের পরই পিতামাতার প্রতি সদাচরণের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ তাঁদের প্রতি দায়িত্ব পালন মানুষকে বিনয়ী, দায়িত্বশীল ও কৃতজ্ঞ হতে শেখায়—যা আত্মশুদ্ধির (self-development) মূল ভিত্তি।

কেন মা-বাবার সেবা আত্মপরিবর্তনের মাধ্যম?

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন
মা-বাবার সন্তুষ্টির সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি জড়িত। তাই তাঁদের সেবা করলে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, যা আত্মার পরিশুদ্ধি আনে।

২. চরিত্রের উন্নয়ন
ধৈর্য, সহানুভূতি, নম্রতা—এসব গুণ মা-বাবার সেবার মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে। এগুলো একজন মানুষের ভেতরের পরিবর্তনের প্রধান লক্ষণ।

৩. দোয়া ও বরকত লাভ
মা-বাবার দোয়া মানুষের জীবনে বড় নিয়ামত। তাঁদের খুশি রাখলে জীবনে শান্তি ও সফলতা আসে।

৪. আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়া)
নিজের অহংকার কমে যায়, দায়িত্ববোধ বাড়ে—ফলে একজন মানুষ ভেতর থেকে বদলাতে শুরু করে।

১. সূরা আল-ইসরা (১৭:২৩-২৪)
“তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো...”

এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর ইবাদতের পরপরই পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

১.সুনানে তিরমিজি
"আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে।"
২.সহিহ বুখারী
এক ব্যক্তি জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে নবী (সা.) বলেন—
"তোমার পিতা-মাতা জীবিত কি?"
সে বলল—হ্যাঁ।
তিনি বললেন—"তাহলে তাদের সেবাই তোমার জিহাদ।"

পিতা-মাতার কাছে মাফ চাওয়া

পিতা-মাতার কাছে ক্ষমা চাওয়া শুধু ভদ্রতা নয়—এটা আত্মশুদ্ধি, বিনয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। মানুষ ভুল করবেই, কিন্তু সেই ভুল বুঝে নিয়ে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাওয়া একজন মানুষকে ভেতর থেকে পরিবর্তন করে।

কেন পিতা-মাতার কাছে মাফ চাওয়া জরুরি?

১. আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সম্পর্কিত-
পিতা-মাতাকে কষ্ট দিলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। তাই তাদের কাছে মাফ চাওয়া মানে আল্লাহর কাছেও ক্ষমা চাওয়া।
২. সম্পর্কের পবিত্রতা বজায় রাখে-
ক্ষমা চাইলে হৃদয়ের দূরত্ব কমে যায়, ভালোবাসা বাড়ে।
৩. আত্মশুদ্ধি ও বিনয় শেখায়-
নিজের ভুল স্বীকার করা এবং মাফ চাওয়া অহংকার ভেঙে দেয়, মানুষকে নম্র করে।

সূরা আল-ইসরা (১৭:২৩)
“তোমরা পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করো...”
এই আয়াত আমাদের শেখায়—তাদের সাথে কষ্টদায়ক আচরণ নয়, বরং সম্মান ও ভালোবাসা দেখাতে হবে।
সহিহ হাদিস-
রাসূল (সা.) বলেছেন—
“সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ বয়সে পেয়েও জান্নাত অর্জন করতে পারল না।”
অর্থাৎ, তাদের খুশি করা ও ভুল হলে ক্ষমা চাওয়া জান্নাতে যাওয়ার একটি বড় মাধ্যম।

পিতামাতার কাছে দুআ চাওয়া

পিতামাতার দুআ সন্তানের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান নিয়ামতগুলোর একটি। তাদের অন্তর থেকে করা দুআ আল্লাহর কাছে দ্রুত কবুল হওয়ার আশা করা হয়। তাই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে পিতামাতার কাছে দুআ চাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল।

কেন পিতামাতার দুআ চাওয়া জরুরি?

১. দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি
পিতামাতার দুআ সন্তানের জন্য খুবই আন্তরিক হয়, তাই তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

২. বরকত ও সফলতা আসে
তাদের দুআ জীবনে শান্তি, রিজিক ও সফলতা এনে দেয়।

৩. সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়
দুআ চাইলে পিতামাতার সাথে ভালোবাসা ও সম্মান আরও বৃদ্ধি পায়।

পিতামাতার দুআ একজন সন্তানের জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি। তাই সবসময় তাদের কাছে দুআ চাইতে হবে এবং তাদের খুশি রাখার চেষ্টা করতে হবে। এতে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ হয়।

পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক যেমন হওয়া উচিত

পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলোর একটি। এই সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত ভালোবাসা, সম্মান, দায়িত্ববোধ ও বিশ্বাসের ওপর। সঠিক সম্পর্ক শুধু একটি সুন্দর পরিবার গড়ে তোলে না, বরং একটি আদর্শ সমাজ তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১. ভালোবাসা ও মমতার সম্পর্ক

পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হবেন, আর সন্তান পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

☞ এই ভালোবাসা হবে নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক

২. সম্মান ও শ্রদ্ধা

সন্তানের দায়িত্ব হলো পিতা-মাতাকে সম্মান করা, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা। অন্যদিকে পিতা-মাতাও সন্তানের মতামতকে গুরুত্ব দেবেন।

সূরা ইসরা তে আল্লহ বলেন,

"পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো..."

৩. বিশ্বাস ও খোলামেলা সম্পর্ক

সন্তান যেন নিজের কথা, সমস্যা বা অনুভূতি সহজে পিতা-মাতার সাথে শেয়ার করতে পারে—এমন পরিবেশ তৈরি করা জরুরি।

☞ এতে ভুল পথে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে।

৪. শাসন ও ভালোবাসার ভারসাম্য

পিতা-মাতা সন্তানের ভুল সংশোধন করবেন, কিন্তু তা হবে ভালোবাসা দিয়ে। অতিরিক্ত কঠোরতা যেমন ক্ষতিকর, তেমনি অতিরিক্ত ছাড়ও ক্ষতিকর।

---

৫. দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন

পিতা-মাতা সন্তানের শিক্ষা, চরিত্র ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন

সন্তান পিতা-মাতার সেবা, আনুগত্য ও খেয়াল রাখবে

সহীহ মুসলিম

"সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে তার পিতা-মাতাকে পেয়েও জান্নাত অর্জন করতে পারল না।"

অর্থাৎ, এই সম্পর্ক ঠিকভাবে রক্ষা করাই সফলতার পথ।

পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক হওয়া উচিত ভালোবাসা, সম্মান, বিশ্বাস ও দায়িত্বের এক সুন্দর সমন্বয়। এই সম্পর্ক যত সুন্দর হবে, পরিবার তত শান্তিপূর্ণ হবে এবং সমাজও তত উন্নত হবে।

উপসংহার

পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক মানবজীবনের সবচেয়ে গভীর, পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলোর একটি। এই সম্পর্কের ভিত গড়ে ওঠে ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, ত্যাগ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর। একজন সন্তান জন্ম নেওয়ার পর থেকে তার প্রতিটি ধাপে পিতা-মাতা যেমন অক্লান্ত পরিশ্রম, স্নেহ ও যত্ন দিয়ে তাকে বড় করে তোলেন, তেমনি সন্তানেরও দায়িত্ব রয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা, সম্মান প্রদর্শন করা এবং প্রয়োজনের সময় পাশে দাঁড়ানো। এই পারস্পরিক দায়িত্ববোধই একটি সুন্দর ও সুস্থ পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি।

পিতা-মাতার দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে সন্তানের সঠিক লালন-পালন, শিক্ষা প্রদান, নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা এবং তাকে একজন সৎ, দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। তারা সন্তানের জন্য শুধু আর্থিক সহায়তাই প্রদান করেন না, বরং তার মানসিক বিকাশ, চরিত্র গঠন এবং জীবনের সঠিক দিকনির্দেশনাও দেন। একজন ভালো পিতা-মাতা সন্তানের বন্ধু, পথপ্রদর্শক এবং আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠেন। তাদের ভালোবাসা নিঃস্বার্থ, তাদের ত্যাগ অসীম।

অন্যদিকে সন্তানের দায়িত্ব হলো পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাদের সুখ-দুঃখে পাশে থাকা। বিশেষ করে পিতা-মাতা যখন বার্ধক্যে উপনীত হন, তখন তাদের যত্ন নেওয়া, সেবা করা এবং তাদের মানসিক শান্তি নিশ্চিত করা সন্তানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাদের জন্য দোয়া করা এবং কখনো তাদের কষ্ট না দেওয়া একজন আদর্শ সন্তানের বৈশিষ্ট্য।

পিতা-মাতা ও সন্তানের এই পারস্পরিক দায়িত্ব পালন না হলে পরিবারে অশান্তি, অবহেলা এবং দূরত্ব সৃষ্টি হয়। বর্তমানে আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, প্রযুক্তির প্রভাব এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার কারণে অনেক সময় এই সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ছে। সন্তানরা পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছে, আবার কখনো পিতা-মাতাও সন্তানের মানসিক চাহিদা বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছেন। ফলে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে, যা সমাজের জন্যও ক্ষতিকর।

একটি আদর্শ পরিবার গড়ে তুলতে হলে পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, ভালোবাসা এবং সম্মান বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। পিতা-মাতার উচিত সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা, তার কথা শোনা এবং তাকে সঠিকভাবে গাইড করা। একইভাবে সন্তানের উচিত পিতা-মাতার ত্যাগ ও কষ্ট উপলব্ধি করা এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা।

সর্বোপরি, পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক শুধু রক্তের বন্ধন নয়, এটি একটি দায়িত্বপূর্ণ সম্পর্ক, যেখানে উভয় পক্ষেরই কিছু কর্তব্য রয়েছে। এই কর্তব্যগুলো সঠিকভাবে পালন করা হলে পরিবারে শান্তি, ভালোবাসা ও সুখ বজায় থাকে। আর একটি সুখী পরিবারই একটি সুন্দর সমাজ ও উন্নত জাতি গঠনের ভিত্তি। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত এই সম্পর্ককে মূল্যায়ন করা এবং পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পরিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।